CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 9 April, 2023 ■ আগরতলা ৯ এপ্রিল, ২০২৩ ইং ■ ২৫ চৈত্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

শনিবার কলকাতায় বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার (ডাঃ) মানিক সাহাকে স্বাগত জানান পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি নেতৃত্বরা।

কৈলাসহরে আবাস যোজনায় ব্যাপক অনিয়ম, তদন্তের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

দুর্নীতির দায়ে তিন পঞ্চায়েত সচিবের বিরুদ্ধে এফআইআর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। অবশেষে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার ঘোষণার পর কৈলাসহরের প্রশাসনের পক্ষ থেকে দুর্নীতির দায়ে তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিবের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত মামলা করা হলো। এই মামলায় পঞ্চায়েত সচিবের পাশাপাশি অনেক বড় প্রভাবশালী রাঘব বোয়ালরা জড়িত রয়েছে বলে অনেকেরই অভিমত। উল্লেখ্য, দ্বিতীয় বারের মতো ত্রিপুরা রাজ্যে বিজেপি দলের সরকার প্রতিষ্ঠার পর ২০২৩সালের আট মার্চ মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা শপথ গ্রহণ করেই রাজ্যবাসীকে বলেছিলেন যে, দুর্নীতি মুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তোলা হবে।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের দুর্নীতি বরদাস্ত করা হবে না এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের দুর্নীতি করা হলে তাকে শক্তভাবে মোকাবিলা করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার এই বক্তব্যের পর ঊনকোটি জেলার জেলাসদর কৈলাসহরের প্রশাসনের টনক নড়ে। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় বিনামূল্যে সরকারি ঘর দেওয়ার আদেশ থাকলেও টাকার বিনিময়ে সরকারি ঘর বন্টন করা হয়েছে কৈলাসহরের গৌরনগর ব্লকের অধীনে বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় রাম বাবুর নামে সরকারি ঘর বরাদ্দ হবার পর রাম বাবুর কাছ থেকে টাকা দাবী করলে রাম বাবু টাকা দিতে অস্বীকার করলে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ রাম বাবুর নামের ঘরটি টাকার বিনিময়ে শ্যাম বাবুকে দেওয়া হয়েছে হয়েছে বলেও গুরুতর অভিযোগ উঠেছে।

পরবর্তী সময়ে রাম বাবু ব্লকে গিয়ে খোঁজ খবর নিয়ে দেখে যে, রাম বাবুর নামের বরাদ্দ সরকারি ঘরটি শ্যাম বাবুকে দেওয়া হয়েছে। এরফলে তীব্র ক্ষুব্ধ হয়ে রাম বাবুর মতো অনেকেই জেলাশাসক ডঃ বিশাল কুমারের কাছে লিখিত ভাবে অভিযোগ করেন। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় সরকারি ঘর বন্টনে ব্যাপক দুর্নীতি গৌরনগর ব্লকের অধীনে শ্রীনাথপুর, টিলাবাজার এবং লক্ষীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে সংগঠিত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে জেলাশাসক ডঃ বিশাল কুমার গৌরনগর ব্লকের বিডিও রামেশ্বর চক্রবর্তীকে থানায় লিখিত মামলা করার জন্য নির্দেশ দেন। জেলাশাসকের নির্দেশ পেয়ে গৌরনগর ব্লকের বিডিও রামেশ্বর চক্রবর্তী শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব হোসেন উদ্দিন এবং টিলাবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব রঞ্জিত কুমার দেবের বিরুদ্ধে ইরানি থানায় লিখিত মামলা করেন এবং লক্ষীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব আব্দুল গোফফারের বিরুদ্ধে কৈলাসহর থানায় লিখিত মামলা করেন।

এব্যাপারে ইরানি থানার ওসি যতীন্দ্র দাস ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাঞ্চনপুরে বন দপ্তরের জমি দখলের চেষ্টা করছে আত্মসমর্পণকারী জঙ্গীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। মনু মনপুই রোড সংলগ্ন এলাকায় হঠাৎ করে বন দপ্তর এবং রাজ্য রাজস্ব দপ্তরের খাস জমি দখল করার ঘটনা ঘিরে সমগ্র মহকুমা জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিশাল সংখ্যক বৈরী গোষ্ঠীর সদস্যরা এই জমি দখল করে নেয়।

কাঞ্চনপুর মহকুমার মনু মনপুই রোড সংলগ্ন এলাকায় হঠাৎ করে বন দপ্তর এবং রাজ্য রাজস্ব দপ্তরের খাস জমি দখল করার ঘটনা ঘিরে সমগ্র মহকুমা জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিশাল সংখ্যক বৈরী গোষ্ঠীর সদস্যরা কাঞ্চণপুর মহকুমার অভ্যন্তরে সরকারী জমি দখল করে নিল তাতে জেলা প্রশাসনের ভুমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আত্ম সমর্পণকারী এন এল এফ টি বৈরীরা আচমকা এই জমি দখল করে করা শুরু করে। মোট ১২৭৫ জন সদস্য ২৮ একর জমি দখল করে নেয়। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

প্রসঙ্গত, আত্মসমর্পণকারী জঙ্গীরা বিভিন্ন সময়ে তাদের দাবী আদায়ের লক্ষ্যে সড়ক অবরোধ করার হুমকি দিয়ে থাকে। তাদের অভিযোগ সরকার তাদের দাবীগুলি পূরণ করছে না। বাধ্য হয়েই তারা এই ধরনের আন্দোলন করে। কিন্তু, বন দপ্তরের জমি দখল করে নেয়ার চেষ্টার ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে কাঞ্চনপুর মহকুমাজুড়ে।

বিমানবন্দরের গেইটের কাছে গাড়ি আটক করে ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকার সামগ্রী লুট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের এয়ারপোর্টে সংলগ্ন এলাকায় একটি গাড়ি আটক করে লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী লুটপাট করে নিয়ে যাওয়ার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। এ ব্যাপারে থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।। পুলিশ ঘটনা তদন্ত শুরু করলেও এখনো পর্যন্ত অভিযুক্তদের আটক করতে পারেনি। তবে ঘটনায় জড়িতদের সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে বলে একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণে জানা যায়, এয়ারপোর্ট থানাধীন পুরান বিমানবন্দর গেটের সামনে একটি চলতি গাড়িকে আটক করে প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার টাকার বেবী ফুড ছিনতাই করে গাড়ি সহ দুষ্কৃতীরা।পড়ে মাল গুলি নিয়ে পালিয়ে যায় এবং গাড়িটি একটি নির্জন জায়গায় ফেলে যায়।

পরবর্তী সময় তারা এয়ারপোর্ট থানায় অভিযোগ করেন এবং থানা সাহায্যে উদ্ধার হয় গাড়িটি কিন্তু মাল উদ্ধার করা যায়নি।এই দুষ্কৃতী দলের হেড হল সন্তোষ দাস ,পিতা পুলিন দাস। বাড়ি উষাবাজার বৈশ্য পাড়া এবং তার সঙ্গে আরও ৪/৫ জন ছিল বলে অভিযোগ গাড়ির চালকের।এই ঘটনার বিস্তারিত জানান ঘটনার সময় গাড়িতে থাকা বিশাল দেবনাথ নামে এক যুবক।

রেলে কাটা পড়ে এক ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। রেলে কাটা পরে এক ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। ওই ঘটনা আত্মহত্যা না দুর্ঘটনা, পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ আগরতলা-সাব্রুম রেলে কাটা পরে গৌতম মজুমদারের(৫৫) মৃত্যু হয়েছে। মনুবাজার রেল স্টেশন সংলগ্ন রবিদাস সেবাশ্রম এলাকায় রেললাইনে ওই ঘটনা ঘটেছে।

স্থানীয় মানুষ দেখতে পেয়ে পুলিশ ও দমকল বাহিনীকে খবর দিয়েছে। খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ছুটে গিয়ে গৌতম মজুমদারকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিতক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা দিয়েছেন। ওই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পেঁচারথলে মহিলার জমি জবরদখলের চেষ্টা প্রাণনাশের হুমকি, ৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। ঊনকোটি জেলার পেঁচারথল শান্তিপুর ২ নং ওয়ার্ড এলাকার প্রভাবশালী নয় ব্যক্তি মিলে একই এলাকার বাসিন্দা শিল্পী শর্মা নামে এক মহিলার জায়গা জবরদখল করার অভিযোগ উঠেছে। উক্ত বিষয় নিয়ে শিল্পী শর্মা কৈলাশহর ঊনকোটি জেলা পুলিশ সুপারের দ্বারস্ত হন। জানা যায় যে শিল্পী শর্মা এবং তার পরিবার মিলে ওই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছে।

অভিযোগ ওই একই এলাকার নয়জন প্রভাবশালী ব্যক্তি মিলে শিল্পী শর্মার জায়গা জবরদখল করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এমনকি শিল্পী শর্মা এবং তার পরিবারকে ঘর থেকে বের করে প্রাণে মারার হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ। একদিকে শিল্পী শর্মার পরিবার অত্যন্ত গরিব পাশাপাশি উক্ত বিষয় নিয়ে পেচারতল থানায় শিল্পী শর্মা ওই ৯ জন প্রভাবশালী ব্যক্তির বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।

কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় নি। তাই শনিবার এক প্রকার বাধ্য হয়ে শিল্পী শর্মা কৈলাশহর ঊনকোটি জেলা পুলিশ সুপার কান্তা জাহাঙ্গীরের নিকট ওই নয়জন প্রভাবশালী ব্যক্তির বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দেওয়ার করেন।

পাশাপাশি ন্যায় বিচারের দাবিতে সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হন শিল্পী শর্মা। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি পুলিশ। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বঙ্গের তৃণমূল ও সিপিএমকে ত্রিপুরা থেকে গণতন্ত্রের শিক্ষা নিতে বললেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। সিপিআইএম এবং তৃণমূল কংগ্রেসকে কীভাবে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচন পরিচালনা করতে হয় সে বিষয়ে ত্রিপুরার কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা আজ উভয় দলকেই একে অপরের কার্বন কপি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। ন্যাশনাল লাইব্রেরি কলকাতায় এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলার মানুষ সিপিআইএমকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল এমন একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করার জন্য যা দেশের গণতান্ত্রিক ধারণাকে সম্মান করে, কিন্তু তারা ভুল ছিল। তারা যে বিকল্পটি বেছে নিয়েছিল তা পূর্ববর্তী শাসন ব্যবস্থার একটি কার্বন কপি হয়ে উঠেছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, তারা মুখে গণতন্ত্র উচ্চারণ করে শুধু। আমি তাদের আমাদের রাজ্যে সদ্য সমাপ্ত ভোট থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করতে চাই। এই নির্বাচনে গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় উৎসবের আসল সংজ্ঞা সবার সামনে তুলে ধরা হয়েছে। সিপিআইএম এবং কংগ্রেসকে আক্রমণ করে ডাঃ সাহা বলেন, আমাদের চ্যালেঞ্জ করার জন্য এই নির্বাচনের আগে সিপিআইএম এবং কংগ্রেস একটি অপবিত্র জোট বেঁধেছিল। এমনকি তারা আমাদের কর্মীদের ভয়ঙ্কর পরিণতির বিষয়ে সতর্ক করেছে কারণ তারা তাদের বিজয়ের ব্যাপারে খুবই নিশ্চিত ছিল। কিন্তু, উভয় দলই সাধারণ জনগণের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গ উভয়ের শিল্প সম্ভাবনা ধ্বংস করার জন্য বামপন্থীদের সমালোচনা করে ডাঃ সাহা বলেন, সিপিআইএম দীর্ঘ সময় ধরে ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গ শাসন করেছে। উভয় রাজ্যেই শিল্পগতভাবে সমৃদ্ধ হওয়ার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে কিন্তু বামরা যে ধরনের রাজনীতির প্রচার করে, তাতে বেসরকারি শিল্পের টিকে থাকা সম্ভব নয়। শিল্পের প্রতি বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের মনোভাবও একই রকম। তৃণমূল বা সিপিআইএম কেউই কখনও বেসরকারি শিল্পকে গুরুত্ব দেয়নি যার কারণে উভয় রাজ্যই বছরের পর বছর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ত্রিপুরায় পায়ের ছাপ প্রসারিত করার জন্য টিএমসি-এর ব্যর্থ প্রচেষ্টার বিষয়ে উপহাস করে ডাঃ সাহা বলেন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা প্রেস ক্লাবে হাতেনাতে আটক চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। শুক্রবার রাতে শহরে টহল দেওয়ার সময় আগরতলা প্রেস ক্লাবে ভেতর এক যুবককে দেখে সন্দেহ হয় পুলিশের। সেই যুবককে আটক করে প্রেস ক্লাবের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়। আটক চোরের নাম বাপন সরকার। বুধবার রাতে আগরতলা প্রেস ক্লাবে কোন এক সময় হানা দেয় চোর। নিয়ে যায় নগদ অর্থ সহ কিছু সামগ্রী।

তারপর পশ্চিম আগরতলা থানায় মামলা দায়ের করার পর নড়েচড়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গন্ডাছড়ায় নদীর জলে তলিয়ে গেল দুই যুবতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। নদীর জলে তলিয়ে গেলো দুই জনজাতি যুবতী। তলিয়ে যাওয়া দুই যুবতিকে উদ্ধারে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি শুরু করেছে দমকল কর্মীরা। ঘটনা চাউর হতেই গোটা এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।ঘটনাটি ঘটে গন্ডাছড়া মহকুমার অন্তর্গত নিউ বৃষকেতু পাড়ায়।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে গতকাল সন্ধ্যা নাগাদ বৃষকেতু পাড়ার দুই যুবতী নৌকায় সরমা নদী পাড় হওয়ার সময় শান্তিমালা চাকমা নামে এক যুবতী অসতর্কতার কারণে জলে পড়ে যায়। নিজের সঙ্গী জলে পড়ে যাওয়ার ফলে হতভম্ব হয়ে শান্তিমালাকে অপর যুবতী এগিয়ে গেলে সেও জলে পড়ে যায়।

ঘটনা প্রত্যক্ষ করে গ্রামবাসীরা এগিয়ে এসে খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে গন্ডাছড়া দমকলে খবর পাঠায়। সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি শুরু করে দমকল কর্মীরা। তলিয়ে যাওয়া দুই যুবতীর মধ্যে কাউকেই পাওয়া যায়নি। তবে তল্লাশি জারি রেখেছে দমকল কর্মীরা। ঘটনার চব্বিশ ঘন্টা অতিক্রান্ত হয়েছে। উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা বাড়ছে পরিবারের। এনডিআরএফ এর কর্মীদের ডাকা হবে তল্লাসি অভিযান চালানোর জন্য।

দুই গাড়ির সংঘর্ষে গুরুতর বহিঃরাজ্যের চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। দুটি গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছেন বহিঃরাজ্যের এক চালক। ওই দুর্ঘটনা শনিবার দুপুরে আঠারোমুড়া এলাকায় ঘটেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গেছে পুলিশ। পুলিশ আহত গাড়ির চালককে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে গেছে। হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে তাঁকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেছেন।

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, আগরতলা থেকে খালি গাড়ি গৌহাটির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। আঠারোমুড়া পাহাড়ের পাদদেশে বিপরীত দিক থেকে আসা গাড়ির সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। তাতে ওই খালি গাড়ির চালক গুরুতর আহত হয়েছেন। সাথে সাথে ঘটনার খবর দেওয়া হলে ছুটে আসে পুলিশ। এদিকে, অপর গাড়ির চালক অবস্থা বেগতিক দেখে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

পুলিশ আহত গাড়ির চালককে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজের প্রতিবাদে আগরতলায় কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ আন্দোলনে পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। সারা দেশের সাথে ত্রিপুরাতেও সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নেমেছে কংগ্রেস। রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজের প্রতিবাদে শনিবার বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন কংগ্রেস নেতা- কর্মীরা। পোস্ট অফিস চৌমুহনীস্থিত কংগ্রেস ভবন থেকে সার্কিট হাউস গান্ধী মূর্তির পাদদেশে যাওয়ার পথে রবীন্দ্র ভবনের সামনে তাঁদের আটকে দিয়েছে। ফলে পুলিশের সাথে কংগ্রেস কর্মীদের ধবস্তাধ্বস্তি হয়েছে। দীর্ঘক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তির পর তাঁদের পুলিশ আটক করেছে। এ-বিষয়ে সদর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অজয় কুমার দাসের দাবি, মিছিলের অনুমতি ছিল না। তাই, আটকে দিয়েছে পুলিশ।

প্রসঙ্গত, রাহুল গান্ধীর সংসদ পদ খারিজের প্রতিবাদে সারা দেশে জয় ভারত সত্যাগ্রহের ডাক দিয়েছে কংগ্রেস। শনিবার ত্রিপুরাতেও ওই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়েছে। এদিন প্রদেশ কংগ্রেস গান্ধী মূর্তির পাদদেশে এক বিক্ষোভ ধর্ণার কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। কিন্তু পুলিশ রবীন্দ্রভবনের সামনেই পথ আটকে কংগ্রেস নেতা কর্মীদের গ্রেফতার করেছে। এই নিয়ে পুলিশের সাথে কংগ্রেস কর্মীদের অল্প বিস্তর ধ্বস্তাধ্বস্তিও হয়েছে। এদিন ওই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা, কংগ্রেস নেতা আশীষ কুমার সাহা সহ দলের কর্মী সর্মথকরা।

আগরতলায় কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ আন্দোলনে পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি দলীয় কর্মী সমর্থকদের। ছবি নিজস্ব।

এদিন পিসিসি সভাপতি বীরজিৎ সিনহা বলেন, রাহুল গান্ধী ইস্যুতে ময়দানে লড়াই চালিয়ে যাবে কংগ্রেস। তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিকভাবে ষড়যন্ত্র করে রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজ করা হয়েছে। তাই আগামী দিনে বিভিন্ন জেলায় এই কর্মসূচি পালন করা হবে।

এদিন কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক আশীষ কুমার সাহা বলেন, জাতীয় কংগ্রেস জয় ভারত সত্যাগ্রহের ডাক দিয়েছে। তাঁর কথায়, একদিকে নিম্ন আদালতের রায়ের পর বিজেপি সরকার ষড়যন্ত্র করে রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজ করেছে। অন্যদিকে, ত্রিপুরায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রামনগরে ব্যবসায়ীকে মারধর ছুরি চালিয়ে হত্যার চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে শান্তি সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রাখার জন্য আহ্বান জানালেও একাংশের অত্যুসাহী দলীয় কর্মীরা হিংসার বাতাবরণ অব্যাহত রেখেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বিরোধী দল সিপিআইএমের এক কর্মীকে আটক করে মারধর ও রান্না শেষের চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনা রাজধানী আগরতলা শহরের পশ্চিম থানার অন্তর্গত সাউথ রামনগর এলাকায়।

সিপি আই এম পার্টি করার অপরাধে রিপন মিয়া নামে এক সিপি আই এম কর্মীকে বেধড়ক মারধর করে এলাকারই নেশাখোর এবং নেশা বিক্রেতা এক যুবক। সিপিআইএম কর্মী রিপন মিয়া অভিযোগ করেন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর তার দোকান বন্ধ করে দেওয়া হয়।বাড়িতেও যেতে পারছিলেন না। অবশেষে শুক্রবার সাউথ রামনগর এলাকায় নিজ বাড়িতে যান সেখান থেকে দোকানে আসার পথে এলাকার যুবক ভক্ত দে রিপন মিয়াকে বাড়ির সামনে মারধর করে বলে অভিযোগ করেন। যার চিত্র ধরা পড়ে সিসি ক্যামেরায়। অবশেষে রিপন মিয়া পশ্চিম থানায় ছুটে এসে ভক্ত দে নামে ওই যুবকের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে। রিপন মিয়া আরো অভিযোগ করেন ভক্ত দে নামে ওই যুবক তাকে মারধরের পাশাপাশি ধারালো ছুরি দিয়ে আঘাত করার চেষ্টা করে।

এরই মধ্যে রিপন মিয়ার এক আত্মীয় ঘটনাস্থলে ছুটে এসে তাকে কোনভাবে ওই যুবকের হাত থেকে রক্ষা করে ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে দেয়। রিপন মিয়া পশ্চিম থানার মামলা দায়ের করার পর সেই মামলাটির কপি বটতলা পুলিশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৯ ◘ সংখ্যা ১৭৮ ◘ ৯ এপ্রিল ২০২৩ইং ◘ ২৫ চৈত্র ◘ রবিবার ◘১৪২৯ বঙ্গাব্দ

গরিবরা আরও গরিব ধনীরা আরও বেশি ধনী

সামাজিক ন্যায় যেকোনো রাষ্ট্র কিংবা সরকারের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গণতন্ত্র প্রিয় জনগণ সরকার ও রাষ্ট্রের কাছে ইহাই দাবী করে। কিন্তু সরকার যদি জনগণের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থতার পরিচয় দেয় তাহা হইলে ইহার ফল ভোগ করিতে হয় রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে থাকা দল ও সরকারকে।সামাজিক ন্যায়ের মাধ্যমেই বাচিয়া থাকে সরকার - কথায় নয় বাস্তবে, দলের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের সামনে এমনই দাবি করিয়াছিলেন প্রধানমন্ত্রী। নয়াদিল্লিতে বিজেপির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে দলকে সম্বোধন করিতে গিয়া এই কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। দাবির সপক্ষে দেশের ৮০ কোটি আমজনতাকে বিনামূল্যে রেশন বিলি এবং ৫০ কোটির বেশি মানুষকে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান - দুটি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের উদাহরণ তুলিয়া ধরিয়াছিলেন মোদী।একই সঙ্গে তাঁহার দাবি ছিল, "আমার বিশ্বাস আমাদের কর্মীদের ভক্তি, ত্যাগ, ক্ষমতা এবং সর্বোপরি দেশকে আগে রাখিবার মানসিকতা প্রতিনিয়ত অনুপ্রেরণা জোগাইবে।" প্রধানমন্ত্রীর এই দাবিকে উড়াইয়া দিয়া তাঁহার নেতৃত্বাধীন সরকারকেই এ বার সরাসরি নিশানা করিয়াছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রবীণ আইনজীবী ও সমাজবাদী পার্টি সমর্থিত রাজ্যসভার নির্দল সাংসদ কপিল সিবাল। তাঁহার অভিযোগ, বিজেপির শাসনকালে গরিবরা আরও গরিব হইয়াছেন এবং ধনীরা আরও বেশি ধনী।প্রধানমন্ত্রীর এই দাবির বিপক্ষে নিজের করা টুইটের মাধ্যমে তিনটি উদাহরণ তুলিয়া ধরিয়াছেন সিবাল। তাঁহার প্রথম অভিযোগ, ২০১২-২০২১ পর্যন্ত তৈরি হওয়া সম্পদের ৪০ শতাংশ পৌঁছিয়াছে জনসংখ্যার মাত্র ১ শতাংশের কাছে। এর পরে তাঁহার অভিযোগ, ২০২২ সালে আদানির সম্পত্তির পরিমাণ বাড়িয়াছে ৪৬ শতাংশ। তাঁহার তৃতীয় দাবি, জিএসটির ৬৪ শতাংশ আসিয়াছে সমাজের নিচু স্তরের ৫০ শতাংশের থেকে, উঁচু স্তরের ১০ শতাংশের থেকে আসিয়াছে মাত্র ৪ শতাংশ জিএসটি।সিবালের মন্তব্যকে প্রকারান্তরে সমর্থন জানাইয়াছে কংগ্রেস ও তৃণমূল। কংগ্রেস সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্যের দাবি, "বিজেপির কথা আর কাজে বিস্তর ফারাক। সামাজিক ন্যায় বিচার করিতে গেলে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক মানদণ্ড দিয়া বিশ্লেষণ করিলে হয় না। মানুষের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষা, তাঁহাদের বাকস্বাধীনতা প্রদান, তাঁহাদের অধিকারের সুরক্ষাও সামাজিক ন্যায়বিচারের অংশ।

এগুলি কী ভাবে করিতে হয়, তাহা হাতে-কলমে করিয়া দেখাইয়াছেন গান্ধীজি। জাতীয় কংগ্রেস চিরকাল সামাজিক ন্যায়বিচারকেই তাহাদের আদর্শ হিসেবে গণ্য করিয়াছে।" এই প্রসঙ্গেই তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেনের কটাক্ষ, "দলের জন্মদিনে অন্তত একটু সত্যি কথা বলিতে পারতেন প্রধানমন্ত্রী। মোদী জমানায় ভারতের সব সম্পত্তি যেমন বিক্রি করা হইতেছে তেমনই নীরব মোদী, ললিত মোদী, মেহুল চোকসী এবং গৌতম আদানিদের পাইয়া দেওয়ার রাজনীতি দেশের মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত করিয়া তুলিয়াছে। এই ধরনের কার্যকলাপ ন্যায় বিচারের অঙ্গ নয় বলিয়া দাবি করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে একটি জনদরদী সরকারের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য হইল সমাজের সকল অংশের মানুষের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার এই ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া দাবি করলেও বাস্তবে ইহার যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। ২০২৪ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি এইসব বিষয়ে যথাযথ মনোনিবেশ না করিলে ইহার মূল্য চুকাইতে হইবে।

ইস্টারের প্রাক্কালে জনগণকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন উপ-রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল(হি.স.) : ইস্টারের প্রাক্কালে শনিবার দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়।

এদিন তাঁর শুভেচ্ছা বার্তায় উপরাষ্ট্রপতি বলেন, "আমি ইস্টারের শুভ উপলক্ষে সমস্ত দেশবাসীকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানাই। ইস্টারের পবিত্র উপলক্ষ হল প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের উতব। আজ আমাদের ভালবাসা, সহানুভূতি এবং ক্ষমার গুরুত্ব উপলব্ধি করে। আসুন আমরা সবাই ইস্টারে একত্রিত হই এবং নিজেদের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রেখে মানবতার সেবায় নিজেদেরকে পুনরায় উৎসর্গ করতে অনুপ্রাণিত করি।"

মুম্বইয়ে তিন সন্ত্রাসী প্রবেশের খবরে সতর্ক পুলিশ

মুম্বই, ৮ এপ্রিল(হি.স.) : তিন সন্ত্রাসবাদী মুম্বইতে প্রবেশের খবর পেয়ে সতর্ক মুম্বই পুলিশ। পুলিশ প্রশাসন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, রাজা থংগে নামে এক ব্যক্তি শুক্রবার মুম্বই পুলিশ কন্টোল রুমে ফোন করে তিন সন্ত্রাসীর কথা জানান। রাজা থংগে পুলিশকে জানিয়েছেন, শুক্রবার সকালে তিন সন্ত্রাসবাদী দুবাই থেকে মুম্বই এসেছিলেন। এর পাশাপাশি রাজা থঙ্গে দাবি করেছেন, মুম্বাইয়ে আসা সন্ত্রাসীদের পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে এবং তিনজনেরই অবৈধ ব্যবসা রয়েছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, তাদের একজনের নাম মুজিব সৈয়দ। এর ভিত্তিতে পুলিশ পরবর্তী ব্যবস্থা নিচ্ছে।

পুলিশ কন্টোল রুমের প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ ফোনকারীকেও তদন্ত করে এবং জানতে পারে যে রাজা থঙ্গে, যিনি সন্ত্রাসীদের সাথে সম্পর্কিত তথ্য দিয়েছেন, তিনি পুনের বাসিন্দা। এরপর এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পুলিশকে ফের ফোন করা হলে তার ফোন বন্ধ বলে জানা যায়। এই মুহুর্তে, পুলিশ সতর্কতার সঙ্গে তদন্ত করছে।

আজ ওয়াংখেড়েতেই জয়ে ফিরবে মুম্বই : সূর্য

মুম্বই, ৮ এপ্রিল(হি.স.) : আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি। তারপরই মুম্বই ইন্ডিয়ান্স আইপিএল-এ তাদের দ্বিতীয় ম্যাচটি খেলতে নামবে ধোনিদের বিপক্ষে। সেই ম্যাচের আগে মুম্বই দলটি নিয়ে আবেগঘন হয়ে পড়লেন দলের অন্যতম সদস্য সূর্য্য কুমার যাদব। তিনি বলেন, শনিবারের ম্যাচ আইপিএল-এর অন্যতম একটা বড় ম্যাচ। এই ম্যাচ যে স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে সেই ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম জুড়ে মুম্বইবাসীর অনেক আবেগ এবং ভালোবাসা জড়িয়ে আছে।

সূর্য্য কুমারের মতে, ওয়াংখেড়েতে শনিবার ম্যাচ দেখতে বিশাল সংখ্যক সমর্থক জড়ো হবেন। এবং তাঁদের সেই গগণভেদী চিৎকার মুম্বই দলকে ভালো খেলতে বাড়তি অক্সিজেন যোগাবে। কাজেই শনিবার তাঁর প্রিয় ওয়াংখেড়ে তাঁদের দলকে হতাশ করবে না বলেই ধারণা সূর্য্য কুমার যাদবের। ২০১৮ সালে আমি আবার মুম্বই দলে যোগদান করি। মুম্বই দলটির পরিবেশ এমন যেন মনে হয় আমরা সকলেই একটি বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে আছি। আমার মনে হয় একই অনুভূতি দলের সকলেরই হওয়া উচিত। সূর্য্যের মতে, অবশ্যই অনেক স্টেডিয়ামে খেললেও ওয়াংখেড়েতে খেলে যে আনন্দ পাওয়া যায় তা বিশ্বের অন্য কোনও স্টেডিয়ামে খেলে পাওয়া যায় বলে আমি মনে করি না।

ভাষা এবং উৎসের বিভ্রান্তি

যীষ্ণু দেববর্মা

সূচনা: সত্যের মুখোমুখি হতে সাহস এবং প্রত্যয়ের প্রয়োজন হয়। বিজ্ঞানে cause and effect 'কর্ম ও ফল' এর তত্ত্ব বলে কিছু আছে; সেটা ইঙ্গিত করে যে, আজ আমরা সে ফলের সম্মুখীন হচ্ছে। একবার কারণ চিহ্নিত করা গেলে এর কর্মফলও সংশোধন করা যেতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তনের দিকে পরিচালিত কার্বন পদচিহ্নের প্রভাব পরিবর্তন করতে এখানে G20 অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এর কারণ হলো পরিবেশের মূল্যে অযত্ন ও অসংবেদনশীল উন্নয়ন। তাই বিশ্ব এখন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (SDG) জন্য উপায়ও বের করছে। এটি সমাজের ক্ষেত্রেও একই খাটে, যতক্ষণ না সমাজের মানুষ বুঝতে পারে তাদের পরিচয়, ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি হারানোর ভয়ের কারণ, ততক্ষন সেটা শুধু তাদের ক্ষতির অনুভূতিকেই বাড়িয়ে তুলবে। চিকিৎসাশাস্ত্রে একে বলা হয় 'Diagnosis'। ইতিহাসে এটিকে বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি বলা হয় এবং একটি সমাজের জন্য এটি 'আত্মদর্শন' - 'blame game' এ লিপ্ত হওয়ার আগে আত্মবিশ্লেষণ এবং আত্মদর্শন করা দরকার।

রাজনীতির জন্য, "blame game" একটি উত্তম হাতিয়ার; মেরুকরণের মাধ্যমে রাজনীতিতে সাময়িক লাভও এনে দেয়, তবে সমাজ যদি এগিয়ে যেতে চায় তাহলে তা আত্মবিশ্লেষন তারপর ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া আশু প্রয়োজন। এখন বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে দাবি এবং কাঙ্খিত লক্ষ্যের খুঁটিগুলি বারংবার বদলানোর ফলে প্রায় কিছুই পায়নি। একজন নেতাকে বলতে শুনা গেছে যে "ভারতীয় সংবিধান থেকে যে কোনও কিছু (সমাধান ?)" যা বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘতম সংবিধান। যে ব্যক্তি জুতা পরিধান করে সে যদি না জানে কোথায় জুতার চিমটি লাগে; তাহলে যে সংবিধানে চারশটিরও বেশি ধারা এবং বারটি তফসিল রয়েছে তা কোথায় কীভাবে শনাক্ত করা সম্ভব হবে?

আমার আগের নিবন্ধ 'চাহিদা থেকে উন্নয়নের রাজনীতিতে' ছিল ত্রিপুরার বিভাজন এবং কীভাবে ত্রিপুরার সমতল ভূমি এবং "সংরক্ষিত এলাকা" অমনোযোগী এবং অসংবেদনশীলতার কারণে হারিয়ে গেছে তার একটি আত্মদর্শন। এটা আশ্চর্যজনক যে, এখন দেশভাগের প্রতিকার হল রাজ্যের আরেকটি বিভাজন! আমি উপরে উল্লেখ করেছি যে, সেই একই নেতা আরও বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকার একশটি গ্রাম মিলিয়ে একটি রাজ্য তৈরি করলে আমাদের কোনো আপত্তি নেই"; ক্ষমতাকাঙ্খার নির্লজ্জতার তাগিদ! এই রাজ্যের বিভাজন থেকে আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে এই ভুমিকে টুকরো টুকরো করতেও আগ্রহী এবং এখনও 'ভূমিপুত্র ' বলে দাবি করে বসে আছে। আর বলছে হা'নি বুসা!!

এই নিবন্ধটি ভাষা এবং পণ্ডিতদের উৎস-বিভ্রান্তির উপর:

বীরচন্দ্রের পর তাঁর পুত্র রাধা কিশোর বাংলাকে রাজভাষা হিসেবে আরও শক্তিশালী করেন। মহারাজার একটি বিশেষ আদেশ যা তাঁর একজন মন্ত্রীকে লিখেছিলেন তা এখানে হুবহু বক্তব্য তুলে দেওয়া হল, এখানে আবহমান কাল রাজকার্যে বাংলা ভাষার ব্যবহার এবং এই ভাষার উন্নতিকল্পে নানারূপ অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে, ইহা বঙ্গদেশীয় হিন্দু রাজ্যের পক্ষে বিশেষ গৌরবজনক মনে করি। বিশেষত: আমি বাংলাভাষাকে প্রাণের তুল্য ভালবাসি এবং রাজকার্য্যে ব্যবহৃত ভাষা যাহাতে দিন দিন উন্নত হয় তৎপক্ষে চেষ্টিত হওয়া একান্ত কর্তব্য মনে করি। ইংরেজি শিক্ষিত কর্মচারীবর্গের দ্বারা রাজ্যের এই চিরপোষিত উদ্দেশ্য ও নিয়ম ব্যর্থ না হয় সে বিষয়ে আপনি তীব্র দৃষ্টি রাখিবেন।'

(তথ্য সূত্র: 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' মূল সংস্করণের পৃষ্ঠা নং ২২; ১৯৬১ সালে প্রকাশিত। ভারতের রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি এবং মহারাজা কিরীট বিক্রম মাণিক্য এই বই-এর প্রকাশনার জন্য বার্তা পাঠিয়েছিলেন)।

ঐ একই চিঠিতে তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, "আপনি হয়তো অবগত আছেন যে রাজ্যে কিছু কর্মচারী আছেন, যারা ইংরেজিতে শিক্ষিত; দয়া করে নিশ্চিত করুন যে তারা পুরানো লালিত উদ্দেশ্য এবং নিয়ম থেকে বিচ্যুত না হয়।" আদিবাসী ভাষা: ককবরকের পৃথিবীতে কী ঘটেছিল?

১৮৭৫-১৮৭৬ সালের পলিটিক্যাল এজেন্টের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে রাধা কিশোর ককবরক সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে জ্ঞাত ছিলেন; তাঁর আদিবাসী প্রজাদের ভাষা এবং উত্তরাধিকারী হিসাবে তাঁর যুবরাজ থাকাকালীন ককবরকের শব্দভান্ডার সংকলনে নিজেকে নিয়োজিত করে রেখেছিলেন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "যুবরাজ আমার পরামর্শে একটি তিপ্রা ভাষার শব্দভাণ্ডারগুলো সংকলনের জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা করেছেন। তিনি পার্বত্য জনগণের আঞ্চলিক ভাষার সাথে পুরোপুরি পরিচিত ছিলেন এবং আমি আশাবাদী যে, তাঁর উদ্যোগের ফলে কিছু বৈজ্ঞানিক আগ্রহ থাকবে"। যৌবনে তিনি তাঁর ভাষার প্রতি যে উদ্দীপনা দেখিয়েছিলেন, রাজা হয়ে সিংহাসনে বসার পর তা আশ্চর্যজনকভাবে হারিয়ে যায়। পরবর্তীকালে ককবরকের এই ব্যুৎপত্তিগত/ভাষাগত অধ্যয়ন থেকে কী বয়ে নিয়ে এসেছে তা কেউ কখনও শোনেনি এবং এ বিষয়ে কিছুই শোনা যায়নি বা তাঁর উত্তরসূরিরাও তা গ্রহণ করেননি।

বাংলাকে রাজভাষা করার যৌক্তিকতা থাকতে পারে কিন্তু ককবরক (ত্রিপুরার অধিকাংশ আদিবাসীদের মধ্যে ভাব আদান-প্রদানের ভাষা) বিকাশ না করার জন্য কোনো যুক্তি ছিল না। সম্ভবত: বাংলার অপ্রতিরোধ্য প্রভাব এবং সেখান থেকে বীরচন্দ্র যে প্রশংসা পেয়েছিলেন, ককবরক তার প্রাপ্য গুরুত্বটুকুও পায়নি।

এটি একটি অবশ্যই প্রবণতা ছিল যে ভিন সংস্কৃতির প্রভাবগুলি এ রাজ্যে পড়েছে; অন্যান্য রাজ্যের পাশাপাশি বাংলা থেকেও প্রভাব এসেছিল, কারণ এগুলো একটি প্রত্যন্ত রাজ্যকে ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি এবং স্বীকৃতি পেতে সহায়তা করেছিল। তারপর বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করতে কোনভাবেও সাহায্য করেনি, তাহা যতই গৌরবান্বিত হোক না কেন। অন্যদিকে এটাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, পরিবর্তনের প্রবণতা অগত্যা এই নয় যে সমস্ত ঐতিহ্যগত মূল্যবোধকে অতিরিক্ত বোঝা হিসাবে ভাবা উচিত; যাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে খুবই ভারী লাগবে। চিন্তার এই ধারাটি, পরিবর্তনের হাওয়ায় নির্বিচারে, 'তুষ দিয়ে শস্য উড়িয়ে দেওয়া'র মতো অবস্থায় ফেলে দিয়েছে। এইভাবে তৈরি করা সমাজের খালি স্থানগুলোতে এখান-সেখান থেকে ধার নেওয়া দিয়ে ভরাট করা হয়েছিল।

এরই প্রভাবে ত্রিপুরার ভদ্রলোক কিছুটা রূপান্তরিত হয়েছিল; তারা শিল্প, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে 'পরিমার্জন' লাভ করেছে। পাহাড়ে অবশ্য ভিন্ন গল্প ছিল। আর কোন মন্তব্য না করে ১৮৭৬-১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দের প্রশাসনিক প্রতিবেদন থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করা যেতে পারে; এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যন্ত অঞ্চলে যা ঘটেছিল তার একটি চিত্র তুলে ধরা;....'সমস্ত গোষ্ঠীর তিপ্রারা মূলত: বাঙালি মহাজনদের (সুদখোর অর্থলেনদেনকারীদের) প্রতি কৃতজ্ঞতাপাশে বাধিত, যারা জুমের তুলোর ব্যবসায়ীদের সাথে অর্থ-ঋণ দেওয়া-নেওয়ার পেশাকে একত্রিত করেছে, যা বিক্রির ফলে পাহাড়ি জনগণ অনেক নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করতে সক্ষম হয় যা মহানজনীরা সাধারণত: উৎপাদন করে না'। এই মন্তব্যের অর্থ বিশেষজ্ঞদের উপর ছেড়ে দেওয়া ভাল; যারা এসব সমস্যাগুলি যেমন, ভূমি অধিকার হারানো, ঋণগ্রস্ততা ইত্যাদি গুরুতর বিষয়ের উপর অধ্যয়নে নিযুক্ত।

সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে ককবরক ধীরে ধীরে রাজপ্রাসাদ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং বাংলা ভাষার অত্যন্ত মিশ্র অন্য নতুনরূপ বা "jumbled up" রূপের একটি সংস্করণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, যা ভিন্ন সংস্কৃতি প্রবেশের প্রভাবের ফল! ককবরক আমাদের জীবন থেকে শুকিয়ে যাওয়ার সঙ্গে আমাদের মধ্যে এমন একটি বাংলা ভাষা এসে যোগ হয়েছে যা ঐ সংশ্লিষ্ট ভাষাভাষী লোকেদের কাছেও বোধগম্য নয়। আমাদের সংস্করণ বাংলা ভাষাটি আসলে এক মিশ্র অভিব্যক্তি ও শব্দভান্ডার যা সেই ভাষাভাষীর মানুষও কখনো কখনো বুঝতে অক্ষম হয়। আমরা বলি হালাম (যা প্রনামের পরিবর্তে ফার্সি শব্দ সালাম থেকে নেওয়া) এক ধরণের জাপানি "কৌতৌ" (kowtow) এর ন্যায় 'বড়দের সামনে মাথা নত করে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য'।

আমরা পুরুষ বোঝাতে মরদা (সম্ভবত উর্দু বা ফার্সি থেকে এসেছে 'মর্দ' শব্দ) ব্যবহার করতো, নর্দমার জন্য আমাদের শব্দ ছিল 'গলান' (আমি জানি না কোথা থেকে এসেছে)। আমরা কুৎসিত বোঝাতে 'সিদরানা' শব্দটি ব্যবহার করতো; এটি আসলে ককবরক শব্দ "সিদ্রা" থেকে এসেছে যার অর্থ একই ছিল। একটি খাবার যা পরিবেশন করা হয় তা হল "খালাই" এটিও ককবরক থেকে এসেছে। এখানে ককবরকে 'মাইখালাই মানেও একই অর্থ। সবুজ রঙের জন্য আমরা 'হারিয়ো' বলতো যা নেপালি ভাষা থেকে এসেছে। আমরা আমাদের মাতামহীর (বীরেন্দ্র কিশোরের মহারানী নেপালী) সান্নিধ্যে বড় হয়েছি, তাঁরা অনেক কর্মী এবং আত্মীয়দের সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন।

> ১৮৭৫-১৮৭৬ সালের পলিটিক্যাল এজেন্টের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে রাধা কিশোর ককবরক সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে জ্ঞাত ছিলেন; তাঁর আদিবাসী প্রজাদের ভাষা এবং উত্তরাধিকারী হিসাবে তাঁর যুবরাজ থাকাকালীন ককবরকের শব্দভাণ্ডার সংকলনে নিজেকে নিয়োজিত করে রেখেছিলেন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "যুবরাজ আমার পরামর্শে একটি তিপ্রা ভাষার শব্দভাণ্ডারগুলো সংকলনের জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা করেছেন।

আমাদের অভিব্যক্তি যেমন "বুক মারানি" সম্ভবত: একজন পেশাদার শোককে বোঝায়, যাকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে তাদের বুক পিটিয়ে কাঁদবার জন্য ভাড়া করা হতো। অন্য জায়গায় 'রুদালি' নামে পরিচিত। অন্য সাধারণ গালি ছিল 'পিশা মারা' (যা ঝাড়ু দিয়ে পেটানোকে বুঝায়) কখনও কখনও এমনকি আমার মাও এই অভিব্যক্তিটিকে স্নেহের রূপ হিসাবে ব্যবহার করতেন; এটা দুষ্টুমির সাথে কিছু করার ভাষা ছিল। আমাদের "লিঙ্গো"/dialect কাথা থেকে এসেছে তা আমার কাছে সামান্যতম ধারণাও ছিল না তবে আমার মাতৃভাষা ককবরক যতদূর উদ্বিগ্ন ছিল ততদূর আমি বাকরুদ্ধ শ্রেণীর লোক!

উৎপত্তির অনেক তত্ত্বের মধ্যে এটি বলেছে যে, সম্রাট অশোকের সময় (আনুমানিক ২৬৪ থেকে ২৩৮ খ্রিস্ট পূর্বে), বর্তমানে উত্তরাখণ্ডের কোথাও না কোথাও 'কর-তিপুরা' নামে একটি রাজ্য ছিল। সম্রাট অশোক হিমালয়ের উচ্চভূমিতে তার সীমানা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এই রাজ্যকে আক্রমণ করে পরাজিত করেছিলেন বলে মনে করা হয়েছিল। অশোক জয় করা অন্যান্য রাজ্যের নামগুলির মধ্যে বিখ্যাত অশোক স্তম্ভে কর-তিপুরার নাম খোদিত ছিল।

অন্যদিকে উত্তরাখণ্ডের হিমালয় পর্বতমালায় কিরাত রাজ্য নামে একটি রাজ্য ছিল; রাজমালায় ত্রিপুরা রাজ্যকে কিরাত দেশ বা কিরাত রাজ্য বলা হত। সম্ভবত: এই রাজ্যটি ইন্দো-আর্য ভাষাভাষীদের কাছে কিরাত-পুর বা কিরাত শহর (আদিবাসী) নামে পরিচিত ছিল। সম্ভবত: পরে এটি কিরাতি-পুর এবং এর পরবর্তীকালে কর-তিপুর এবং অবশেষে ত্রিপুরায় রূপান্তরিত হতে পারে।

কিংবদন্তি এবং পৌরাণিক কাহিনী ছাড়াও পণ্ডিতরা ত্রিপুরার উৎপত্তি সম্পর্কে বিভক্ত ছিলেন। কৈলাশ চন্দ্র সিনহা তাঁর রাজমালার সংস্করণে বলেছেন, "বার্মার শান রাজবংশের একটি শাখা কামরূপের পূর্ব অংশে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কালক্রমে রাজার কনিষ্ঠ পুত্র আদিবাসীদের কাছে পরাজিত হয় এবং সে কারণে তিনি তার রাজ্য কাছাড়ের উত্তরাঞ্চলে স্থানান্তর করতে বাধ্য হন। তিনি বলেছিলেন, 'কাছাড়'ই প্রাচীন ত্রিপুরা রাজবংশের উৎপত্তির সেই স্থান ছিল।'

ত্রিপুরার উৎপত্তি সম্পর্কে অনেক পণ্ডিত তাদের মতামত দিয়েছেন। তার 'A Cultural History of Assam– Vol I, ডক্টর বি.কে. বড়ুয়া লিখেছেন, "এই লোকদের আদি বাড়ি ছিল ইয়ান-সে-কিয়াং এবং হোয়াং হো নদীর নিকটে পশ্চিম চীনে। সেখান থেকে তারা ব্রহ্মপুত্র, চিন্দোইন এবং ঈরাবতী নদীর গতিপথ বেয়ে ভারত ও বার্মায় প্রবেশ করে। আসামে আসা ঝাঁকটি ধুবড়ির (আসামের একটি স্থান) কাছে ব্রহ্মপুত্র নদের বিশাল বাঁকের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে তাদের কেউ কেউ দক্ষিণে গিয়ে গারো পাহাড় ও পার্বত্য তিপেরা রাজ্য দখল করে।

W.W এর মতে Hunter A Statistical Account of Bengal Vol.-VI (India ১৯৭৩)"-এ বলেছেন 'ত্রিপুরার শাসকরা তিব্বতীয় বার্মিজ বংশোদ্ভূত ছিলেন'। Major Fisher মত দেন যে, 'তিপরা এবং কাছারি একই উৎপত্তি এবং তাদের রীতিনীতি, ধর্ম, চেহারাও মোটামুটি একইরকম'। Sidney Endle তাঁর "দ্য কাছারিস" (১৯৭৫ সালে পুনর্মুদ্রিত) এ বলেছেন, 'বৈশিষ্ট্য এবং সাধারণ চেহারাতে তারা মঙ্গোলিয় ধরণের খুব কাছাকাছি বলে অনুমান করা যায় এবং তিব্বত এবং চীনকে জাতির আদি বাড়ি হিসাবেও মনে হয়'।

আবার ইতিহাসবিদ ও ভাষাবিদদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়; Hunter মন্তব্য করেন 'উদয়পুরের মন্দিরের সম্মানে দেশটিকে সম্ভবত এই নাম দেওয়া হয়েছিল, যা এখনও বিদ্যমান। এই মন্দিরটি এখন দ্বিতীয় মন্দির (চৌদ্দ দেবতার পরে) পবিত্র মন্দির হিসাবে স্থান পেয়েছে। এটি উৎসর্গ করা হয়েছিল ত্রিপুদানকে, সূর্য দেবতা বা তিন জগতের উপপত্নী ত্রিপুরেশ্বরীকে'। Mr. Brown এ বিষয়ে Hunter -এর মতামতও টেনে আনেন। তবে কৈলাশ চন্দ্র সিংহ তাঁর "ত্রিপুরা" বইতে বলেছেন, 'তারা নিজেদেরকে চিলড্রেন অফ দ্য ওয়াটার গডেস (টুই মানে জল এবং ফা - ত্রিপুরি ভাষায় ককবরকে ঈশ্বর/দেবী) বলে ডাকতে পছন্দ করে'।

কিছু ভাষাতাত্ত্বিক মতামত দিয়েছিলেন যে, "রাজ্যের প্রবীণদের সাথে একটি সমীক্ষায়এটি লক্ষ্য করা গেছে যে, তারা একটি বিশ্বাস পোষণ করে যে প্রাচীনকালে তিনটি পরিবার (ত্রি-তিন, পাড়া-পরিবার) রাজ্যের কোথাও বসতি স্থাপন করেছিল। এই তিনটি পরিবারের জন্যই ত্রিপুরী সম্প্রদায় এবং একই কারনে রাজ্যের নামেরও উৎপত্তি।

ত্রিপুরা রাজ্যের উৎপত্তি কোথা থেকে বা যেখান থেকে রাজ্যটির নাম - ত্রিপুরা হয়েছে তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে কোনো মতৈক্য ছিল বলে মনে হয় না। অন্ততপক্ষে মহাভারতের কিংবদন্তি যা উৎপত্তি; ত্রিপুর--- যারা এই প্রাচীন ভূখণ্ডকে একটি নাম দিয়েছিল তা নিয়ে এর জনগণের মধ্যে কোনো বিরোধ ছিল না। এগুলো হয়তো অনৈতিহাসিক কিন্তু অবশ্যই অগ্রহণযোগ্যও নয়; আমরা ভারত নামটি গ্রহণ করেছি, এটিও একটি কিংবদন্তি থেকে এসেছে। সম্ভবত, ত্রিপুরার উৎপত্তির সন্ধানকারী অন্য কিংবদন্তীকে স্বীকার না করার কোন কারণ ছিল না। যেমন নেপোলিয়ান একবার বলেছিলেন, 'what is history– if not fables accepted ?'

এখন উৎপত্তির এই বিভ্রান্তির সাথে যোগ হয়েছে, আমরা কোন ভাষায় কথা বলি সে সম্পর্কে আমরা খুব বেশি নিশ্চিত নই বা আমরা জানতাম না যে এই দেশের লোকেরা কোথায় যাচ্ছে। ত্রিপুরা এবং তার জনগণের বর্তমান অনিশ্চয়তা বোঝার জন্য কোনও গবেষণার প্রয়োজন নেই। হয়তো সময়ের সাথে সাথে আমরা বর্তমান সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে বিলীন হতে অন্য জায়গার মানুষের মতোই বাধ্য হবো। এটি এমন একটি ভবিষ্যৎ যা আমাদের মধ্যে অনেকেই আশা করিনি কিন্তু প্রতিরোধ করতে অক্ষম। সময়ের অগ্রযাত্রা সাধারণত: অনেক আশা ও আকাঙ্খাকে পদদলিত করে।

আগে আমি মিটিংএর সময় অস্বস্তিবোধ করতাম আদিবাসী এলাকায় যখন ককবরক দিয়ে বক্তৃতা দেওয়া হতো। সময়ের সাথে সাথে আমি আমার প্রতিবন্ধকতাকে মেনে নিয়েছিলাম এবং এর কারণ ছিল ককবরক শেখার জন্য আমার সংকল্পের অভাব। সোশ্যাল মিডিয়ার আবির্ভাবের সাথে অকথ্য ট্রোলিং গ্রহণ করতে হয়েছিল যা আমার ত্বককে আরও ঘন করে তুলেছে। কিন্তু আমি এখনও 'বাকরুদ্ধ' হওয়ার যন্ত্রণা অনুভব করি যাদের সাথে আমরা বহু শতাব্দীর ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করেছিলাম। আমি হিন্দিতে কথা বলে এই সত্যটিকে যতই উপেক্ষা করার চেষ্টা করি না কেন, তবুও তাদের চোখের দিকে তাকিয়ে আমি তাদের হতাশা অনুভব করতে পারি। কারন আমি একটি বন্ধন ভেঙে দিয়েছিলাম - ভাষার বন্ধন (মাতৃভাষা)!

এটি একটি স্বীকৃত সত্য যে, আমাদের ইতিহাসের সমস্ত গৌরবময় কীর্তির মধ্যে ককবরকের বিকাশ না করার ভুলের কর্মফল বর্তমানকে তাড়িত করছে। অতীতের ভুলগুলি আজকের বাস্তবতার সাথে ধরা পড়ছে; অবহেলা এবং অসম্মান এমন করুন অনুভূতি সৃষ্টি করে। আমার মতো আরও অনেকেই 'মাতৃভাষার শব্দহীনতার এর মধ্যে হারিয়ে গেছে'।

(লেখক ত্রিপুরার প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী। এখানে প্রকাশিত মতামত তাঁর নিজস্ব এবং ব্যক্তিগত এবং কোনভাবেই কোন রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের সাথে যুক্ত নয়।)

কৃতজ্ঞতা বোধ

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

স্বাতী খুব পাখি ভক্ত। ওর ঘরে খাঁচা বন্দী সাদা-নীল-হলুদ বেশ কয়েকটা 'লাভ বার্ড' আছে। ছেলে স্কুলে চলে যাওয়ার পরে স্বাতীর যাবতীয় কথা-বার্তা শুধু পাখিদের সঙ্গে। একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে বাপের বাড়ি যাওয়ার সময় পাখিগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্যে প্রবাসে বসবাসকারী প্রতিবেশীদের পরিচিত বহুজনকে সে অনুরোধ করা সত্ত্বেও কেউই সেই দায়িত্ব পালনে রাজি হয়নি। অবশেষে ওর পরিচিতা রূপা নামে এক মহিলা সোৎসাহে এবং অবিলম্বে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন--- বেশ তো যাও ঘুরে এস বাপের বাড়ি থেকে। কোন সমস্যা নেই। আমার কাছে থাকবে পাখিগুলো। সেই থেকে রূপাদির সাথে ওর খুব ভাব। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ যতবার পাখি রেখে গিয়েছে ততোবার স্বাতী রূপাদির জন্যে উপহার নিয়ে এসেছে। রূপা তাঁর বরকে একবার একটি উপহার দেখাতে গিয়ে শুনেছিল— জান তো, স্বাতী আমাদের মতো বাঙাল মোটেই ঘটি নয়। - কি করে বুঝলে ? রূপার কৌতূহলী প্রশ্ন। - সেটা পরের কথা। আমি যা বললাম সেটা সঠিক কিনা আগে সেই খবর নাও। - স্বাতী কি তোমার পূর্ব পরিচিতা কেউ ? রূপার দ্বিতীয় প্রশ্ন। - কি যা-তা বলছো ! - বলা যায় না হতেও পারে, ও যেমন সুন্দরী ! ছেলেদের আমি বিশ্বাস করি না। রূপা তৎক্ষণাৎ মোবাইল ফোনটা হাতে নিয়ে বললে, দাঁড়াও আমি এখনই ফোন করছিহ্যাঁলো, স্বাতী একটা সত্যি কথা বল তো, আমার বর বলছে তুই নাকি বাঙাল কথাটা কি ঠিক ? - হ্যাঁ, একেবারে সঠিক। - আচ্ছা রাখলাম। রূপা তারপর বরের দিকে ফিরে বললে-- এবার বল তুমি কি করে জানলে? - দেখ, বাঙালদের চেনার অনেক উপায় আছে তার মধ্যে একটা হলো ওদের হাতের রান্না আর দ্বিতীয়টি ওদের কৃতজ্ঞতা বোধ। যে জিনিষ পেলে ওরা নিজেরা খুশি হয় অপরকেও ওরা ঠিক সেই জিনিষই উপহার দেয়। তোমাকে প্রতিবার যে উপহারগুলো ও স্বেচ্ছায় হাতে তুলে দিয়েছে সেগুলো প্রত্যেকটি তোমার কাজের এবং পছন্দসই। এই সব কিছু লক্ষ্য করে স্বভাবতঃই একটি প্রচ্ছন্ন ধারণা জন্মে গিয়েছিল ওর সম্পর্কে। তাছাড়া ওর গর্জিয়াস সাজ-পোষাক। যখন যে পোষকই পরুক কেন একটা আলাদা ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে। একটা স্বতন্ত্র ভাব পরিলক্ষিত হয় যা সাধারণ মহিলাদের তুলনায় একেবারেই আলাদা।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সেকেন্দ্রাবাদ ও তিরুপতির মধ্যে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী

হায়দরাবাদ, ৮ এপ্রিল (হি.স.): আরও একটি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস পেল ভারত, শনিবার তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদ থেকে সেকেন্দ্রাবাদ ও তিরুপতির মধ্যে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেকেন্দ্রাবাদ ও তিরুপতির মধ্যে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের সূচনা করার পর প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, বিশ্বাস, আধুনিকতা, প্রযুক্তি ও পর্যটনকে সংযুক্ত করবে এই ট্রেন।

পাশাপাশি হায়দরাবাদের এইমস বিবিনগরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এছাড়াও পাঁচটি জাতীয় মহাসড়ক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী, সেকেন্দ্রাবাদ রেলওয়ে স্টেশনের পুনর্নির্মাণ এবং অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পেরও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তিনি। পরে একটি জনসভায় বক্তব্য রাখার সময় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এই সমস্ত প্রকল্প যোগাযোগ বৃদ্ধির পাশাপাশি রাজ্যের পরিকাঠামোকে মজবুত করবে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, উল্লেখযোগ্যভাবে, গত ৯ বছরে, প্রায় ৭০ কিলোমিটার মেট্রো নেটওয়ার্ক শুধুমাত্র হায়দরাবাদে স্থাপন করা হয়েছে। তিনি বলেন, এনডিএ সরকার তেলেঙ্গানার জনগণের স্বপ্ন ও আকাঙ্খা পূরণের জন্য নিবেদিত। ""সবকা সাথ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস""-এর চেতনায় আমরা এগিয়ে চলেছি।

কাল কর্ণাটক সফরে প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল (হি.স.): রবিবার, ৯ এপ্রিল কর্ণাটক সফরে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওই দিন সকালে বান্দিপুর টাইগার রিজার্ভ পরিদর্শন করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, মুদুমালাই টাইগার রিজার্ভের থেপ্পাকাদু হাতি শিবিরও পরিদর্শন করবেন। এছাড়াও দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যে রয়েছে একাধিক কর্মসূচি। সরকারি সূত্রের খবর, ৯ এপ্রিল, রবিবার সকাল ৭.১৫ মিনিটে বান্দিপুর টাইগার রিজার্ভ পরিদর্শন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি মুদুমালাই টাইগার রিজার্ভের থেপ্পাকাদু হাতি শিবিরও পরিদর্শন করবেন। বেলা এগারোটা নাগাদ মাইশুরুর কর্ণাটক স্টেট ওপেন ইউনিভার্সিটিতে আয়োজিত 'প্রজেক্ট টাইগারের ৫০ বছর স্মরণে' অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী।

দিল্লিতে প্লাস্টিকের গোডাউনে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে ফের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড! এবার আগুন লাগল দিল্লির টিকরি কালান এলাকায় পিভিসি মার্কেটে অবস্থিত একটি প্লাস্টিকের গোডাউনে। শনিবার ভোররাতে ওই প্লাস্টিকের গোডাউনে আগুন লাগে। হাওয়ার গতিবেগ বেশি থাকার কারণে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। কালো ধোঁয়ায় ভরে যায় গোটা এলাকা, দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন।

অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ২৬টি দমকলের ইঞ্জিন। অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ হওয়ার কারণে আগুন নেভাতে বেগ পেতে হয় দমকল কর্মীদের। দিল্লি দমকলের অফিসার এস কে দুয়া বলেছেন, আগুন লাগার খবর পাওয়া মাত্রই পৌঁছে যায় দমকলের ২৬টি ইঞ্জিন। হাওয়ার গতিবেগ বেশি থাকার কারণে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এই অগ্নিকাণ্ডটি মাঝারি শ্রেণীর। হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান প্রচুর।

পারদ চরছে কলকাতায়

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (হি.স.): প্রখর রোদের দাপটে অস্বস্তি ক্রমেই বাড়ছে তিলোত্তমায়, বিগত কয়েকদিন ধরেই কলকাতার তাপমাত্রার পারদ ঊর্ধমুখী। সেই ধারা অব্যাহত থাকল শনিবারও, এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রি বেশি। শুধুমাত্র কলকাতা নয়, গোটা দক্ষিণবঙ্গেই তাপমাত্রার পারদ চড়ছে। চৈত্র মাসেই গরমে নাজেহাল অবস্থা!

আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, রোজই একটু একটু করে বৃদ্ধি পেতে পারে কলকাতার তাপমাত্রা। দিনের পাশাপাশি রাতের তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পেতে পারে। আগামী রবি এবং সোমবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে। সোমবার আকাশ থাকতে পারে আংশিক মেঘলা। আবার মঙ্গলবার, ১১ এপ্রিল কলকাতায় দিনের তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকতে পারে। আপাতত দক্ষিণবঙ্গের কোথাও স্বস্তির বৃষ্টির দেখা মিলবে না।

বাইসনের তাণ্ডবে মৃত ১, জখম ২

দেওয়ানহাট, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : কোচবিহার-১ ব্লকের মধ্য হাঁড়িভাঙ্গা এলাকায় বাইসনের হানায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটে। জানা গেছে. মৃতের নাম, প্যানা বর্মন। জখম হয়েছেন আরও ২ জন। এদিন এলাকায় হানা দেয় দুটি বাইসন। বাইসনের হানায় গুরুতর জখম প্যানা বর্মনকে কোচবিহার এমজেএন মেডিকেলে নিয়ে যাওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। স্থানীয় আরও দুই বাসিন্দা জখম অবস্থায় মেডিকেলে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

কুড়মির অবরোধে চরম ভোগান্তি যাত্রীদের

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : কুড়মিদের অবরোধ চতুর্থ দিনে পড়ল শনিবার। কিন্তু এখনও কাটেনি জট। তার জেরে দক্ষিণ-পূর্ব রেলে বাতিল করতে হয়েছে বহু ট্রেন। ফলে তীব্র ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন যাত্রীরা। জনজাতি তালিকাভুক্তির দাবিতে গত বুধবার থেকে খড়্গপুর গ্রামীণের খেমাশুলি এবং পুরুলিয়ার কুস্তউরে 'রেল টেকা, ডহর ছেঁকা' কর্মসূচি শুরু করেছে আদিবাসী কুড়মি সমাজ। দক্ষিণ-পূর্ব রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৪ দিনে মোট ৩০৮টি ট্রেন বাতিল করতে হয়েছে আন্দোলনের জেরে। তার মধ্যে শনিবার বাতিল করতে হয়েছে ৭৫টি ট্রেন। বেশ কিছু ট্রেনের গতিপথ বদল করা হয়েছে। যাত্রা সংক্ষিপ্ত করতে হয়েছে অনেক ট্রেনের। তার ফলে দুর্ভোগের মুখে পড়েছেন যাত্রীরা। তেমনই আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কাও করছে রেল।

অবরোধকারীদের দাবি, 'কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট' (সিআরআই)-এর রিপোর্ট নিয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ করতে হবে রাজ্য সরকারকে। দাবি আদায় না হলে অনির্দিষ্ট কাল ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাবার হুঁশিয়ারিও দিয়েছে কুড়মি সমাজ। গত চার দিন ধরে কুস্তাউর এবং খেমাশুলিতে রেল অবরোধ চালিয়ে যাচ্ছেন আন্দোলনকারীরা। শনিবারও দেখা দিয়েছে সেই ছবি। রেললাইনের উপর পতাকা নিয়ে বসে রয়েছেন আন্দোলনকারীরা। খেমাশুলিতে চলছে ৬ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধও। গত ৫ দিন ধরে অবরুদ্ধ ওই জাতীয় সড়ক। তার ফলে আটকে বহু ট্রাক। অবরুদ্ধ টাটানগর, বিলাসপুর, মুম্বইয়ের মূল রেলপথ।কুড়মি-আন্দোলনে বিপর্যস্ত রেল পরিষেবা নিয়ে মন্তব্য করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। শনিবার তিনি টুইটারে লিখেছেন, "পশ্চিম ভারত থেকে কলকাতাকে বিচ্ছিন্ন করে রেল ও সড়কে ৬০ ঘণ্টার অবরোধ। সত্যি কথা হল, তিনি এগুলো নিয়ে মাথা ঘামান না। মুসলিম ভোটব্যাংক নিয়ে তিনি সব নির্বাচনেই যাত্রা করবেন!"

এর আগে অপর একটি টুইটারে তথাগতবাবু লিখেছেন, "যে সব কারণে কোনো শিল্পপতি পশ্চিমবঙ্গকে ছুঁয়েও দেখবেন না তার মধ্যে একটি হল রেল-রাজপথ অবরোধ। কুড়মি সম্প্রদায়ের দাবী ন্যায্য হতে পারে, নাও পারে, কিন্তু যে বিশাল পরিমাণ যাত্রী ও পণ্য পরিবহন এর ফলে মার খাচ্ছে তার কোনো গুরুত্ব নেই? আগে রেল চলাচল স্বাভাবিক করে তাদের সঙ্গে কথা বলা যেত না? বলাই বাহুল্য, এটি বামপন্থীদের ভোটসর্বস্ব রাজনীতির অবদান, তাদের মেধাবী ছাত্রী মমতা তাদের ভক্তিভরে অনুসরণ করছেন মাত্র। বেকারবাহিনীর আয়তন বাড়ছে তাতে তাঁর কিছু এসে যায় না, মুসলিম ভোটটি হাতে থাকলেই হল। রাজ্যের কপালে আরো কত দুর্ভোগ লেখা আছে !"

আদানি ইস্যুতে বিরোধীদের জেপিসি তদন্তে অসন্তোষ শারদ পাওয়ারের

মুম্বই, ৮ এপ্রিল (হি.স.): আদানি ইস্যুতে জেপিসি তদন্তের দাবি জানাচ্ছেন বিরোধীরা। কিন্তু, জেপিসি-র ওপর কোনও আস্থাই নেই এনসিপি প্রধান শরদ পওয়ারের। শনিবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শরদ পওয়ার বলেছেন, 'আমার দল জেপিসি-কে সমর্থন করেছে, কিন্তু আমি মনে করি শাসক দলের কর্তৃত্ব থাকবে জেপিসি-তে, তাই সত্য বেরিয়ে আসবে না...তাই আমি মনে করি সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণে তৈরি প্যানেল সত্য প্রকাশের একটি ভাল উপায়।'

এনসিপি প্রধান শরদ পওয়ার আরও বলেছেন, 'সাম্প্রতিক সময়ে আম্বানি-আদানিদের নাম নেওয়া হচ্ছে (সরকারের সমালোচনা করার জন্য), কিন্তু আমাদের দেশের জন্য তাঁদের অবদান নিয়ে ভাবতে হবে। আমি মনে করি বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি এবং কৃষকদের সমস্যাগুলির মতো অন্যান্য সমস্যাগুলি আরও গুরুত্বপূর্ণ।' ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে 'বিরোধী ঐক্য' সম্পর্কিত একটি প্রশ্ন শুনে এদিন পওয়ার বলেছেন, 'সমস্ত বিরোধী দল যৌথ বৈঠক করেছে এবং সেখানে সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিছু বিষয়ে আমরা একমত হইনি, কিন্তু প্রত্যেকেই নিজেদের মতামত তুলে ধরেছেন।'

চার মহিলাকে দণ্ডি কাটানোর ভিডিয়ো নিয়ে বিতর্ক কলকাতায়

দক্ষিণ দিনাজপুর, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : চার মহিলাকে দণ্ডি কাটানোর ভিডিয়ো নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মহলে। শনিবার টুইট করে ওই ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। যিনি ঘটনাচক্রে বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদও বটে। সুকান্তবাবুর অভিযোগ, "তৃণমূল কংগ্রেস আদিবাসী বিরোধী। আদিবাসীদের অসম্মান করতে যা করার, তৃণমূল তা-ই করেছে। আদিবাসী সম্প্রদায়কে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই এর বদলা নিতে হবে।" ঘটনার নিন্দায় সরব হয়েছেন বিজেপির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরীও। তিনি বলেন, "কেউ চাইলে যে ভাবে খুশি রাজনীতি করতে পারেন। যে কেউ যে কোনও দলে যেতে পারেন। কিন্তু এ ভাবে মহিলাদের অসম্মান মেনে নেওয়া যায় না। আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি। প্রয়োজনে মহিলা কমিশনের কাছে অভিযোগ জানাব।"

বৃহস্পতিবার বিকেলে তপন বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক বুধরাই টুডুর উপস্থিতিতে বিজেপির জেলা মহিলা মোর্চার নেতৃত্বে গোফানগর অঞ্চলের প্রায় ২০০ জন মহিলা এবং তাঁদের পরিবার তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেন। তাঁদের মধ্যেই ছিলেন শনকইর গ্রামের বাসিন্দা মার্টিনা কিস্কু, শিউলি মারডি, ঠাকরান সোরেন এবং মালতী মুর্মু। সেই কথা চাউর হতেই চার আদিবাসী মহিলাকে বালুরঘাট নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দক্ষিণ দিনাজপুরের তৃণমূল মহিলা মোর্চার জেলা সভাপতি প্রদীপ্তা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে 'ঘর ওয়াপসি' হয় তাঁদের। অভিযোগ, বালুরঘাট কোর্ট মোড় থেকে পার্টি অফিস পর্যন্ত দণ্ডি কাটিয়ে আবার তৃণমূলে যোগ দেওয়ানো হয় তাঁদের। চার আদিবাসী মহিলার দণ্ডি কাটার ভিডিয়োও ছড়িয়ে পড়ে। সেই ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই তা নিয়ে শুরু হয় রাজনৈতিক তরজা। দক্ষিণ দিনাজপুরের তৃণমূল জেলা সভাপতি মৃণাল সরকার বলেন, "দলে কাউকে যোগ দেওয়াতে হলে জেলা তৃণমূল নেতৃত্বকে জানাতে হবে। এ বিষয়ে আমাদের কাছে কোনও খবর ছিল না। দণ্ডি কাটিয়ে দলে যোগ দেওয়ানোর কোনও রীতি তৃণমূলে নেই। কেউ যদি এটা করিয়েও থাকেন, তা হলে অন্যায় করেছেন। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।"

যদিও যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, সেই প্রদীপ্তার দাবি, "গ্রামের সরল মহিলারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে নিজেরাই বিজেপিতে যোগদানের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দলে ফিরে আসতে চেয়েছিলেন। আর তাই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে তাঁরা নিজেরাই বালুরঘাট কোর্ট মোড় থেকে পার্টি অফিস পর্যন্ত দণ্ডি কেটে এসে আবার তৃণমূলে যোগদান করেন।" মার্টিনা জানান, তাঁদের 'জোর করে' তুলে নিয়ে গিয়ে বিজেপিতে যোগদান করানো হয়েছিল। বিজেপিতে যোগদানের 'প্রায়শ্চিত্ত' করতেই তাঁরা নাকখত দিয়ে দণ্ডি কেটে তৃণমূলের পার্টি অফিসে ঢুকেছেন। তাঁর কথায়, "আমাদের জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে বিজেপিতে যোগদান করানো হয়। বিজেপির পতাকা হাতে নিয়েছি ভেবে রাতে ঘুমোতে পারিনি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের অনেক সুবিধা দিয়েছেন। তা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। তাই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে আমরা নিজেরাই দণ্ডি কেটে পার্টি অফিস পর্যন্ত গিয়েছিলাম।"

দেহরাদুনে পর্যটকদের গাড়ি পড়ল খাদে, হত তিনজন, জখম এক

দেহরাদুন, ৮ এপ্রিল(হি.স.) : উত্তরাখণ্ডের রাজধানী দেহরাদুনের কাছে একটি পর্যটকের সুইফ ডিজায়ার গাড়ি রাস্তা থেকে ২০০ মিটার নীচে একটি খাদে পড়ে ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন এক পর্যটক। দেহরাদুন জেলার কালসি থানার অন্তর্গত সাহিয়ার দিকে চাপনুর কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। এই গাড়িতে মাত্র চারজন পর্যটক ছিলেন।

পুলিশ জানায়, গাড়িটি চাকরাতার দিকে যাচ্ছিল। কলসি থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।আহত পর্যটক জ্ঞানেন্দ্র সাইনি (৪৮) কে বিকাশনগর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি গাজিয়াবাদ মালিওয়ালার বাসিন্দা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে এসডিআরএফ ও পুলিশের দল। নিহতদের পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনায় আহত জ্ঞানেন্দ্র সাইনি পুলিশকে জানিয়েছেন, তারা গাজিয়াবাদ থেকে বেড়াতে যাচ্ছিলেন। রাত সাড়ে ১১টার দিকে তার গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। এ সময় তিনি গাড়ি থেকে ছিটকে পড়েন। পুলিশ জানায়, সকাল সাড়ে ৬টার দিকে পাশ দিয়ে যাওয়া একটি পিকআপ গাড়ি খাদে পড়ে থাকতে দেখে খবর দেয়। এরপর সেখানে পৌঁছে ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ শুরু করা হয়। পুলিশ জানায়, নিহতদের পরিচয় জানা গেছে। তাদের মধ্যে পঞ্চবটি কলোনি গাজিয়াবাদের বাসিন্দা ঋষভ জৈন (২৭), দুহাই গাজিয়াবাদ গ্রামের বাসিন্দা সুরজ কাশ্যপ (২৭) এবং ছোট বাজার শাহদারা দিল্লির বাসিন্দা গুড়িয়া (৪০)।

দুইদিনের সফরে অরুণাচলে অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল (হি.স.): আগামী ১০-১১ এপ্রিল দুই দিনের সফরে উত্তর-পূর্বের রাজ্য অরুণাচল প্রদেশ সফরে যাচ্ছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ। দুই দিনের এই সফরে অরুণাচল প্রদেশে একগুচ্ছ কর্মসূচি রয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। সরকারি সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ১০-১১ এপ্রিল অরুণাচল প্রদেশ সফরে যাচ্ছেন। সফরের প্রথম দিনে তিনি ১০ এপ্রিল অরুণাচল প্রদেশের আনজাও জেলার সীমান্ত গ্রাম কিবিথুতে "ভাইব্রেন্ট ভিলেজ প্রোগ্রাম"-এর সূচনা করবেন। এছাড়াও আরও বেশ কিছু কর্মসূচি রয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর।

বর্ষীয়াণ আলোকচিত্রীর প্রয়াণ শোক মমতার

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (হি স)। বর্ষীয়াণ আলোকচিত্রী সুনীল দত্ত শনিবার প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ প্রচারিত মুখ্যমন্ত্রীর শোকবার্তায় লেখা হয়েছে, "বিশিষ্ট আলোকচিত্রী সুনীল কুমার দত্তের প্রয়াণে আমি গভীর শোক প্রকাশ করছি। তিনি আজ কলকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলোকচিত্রী সুনীলবাবুর মাদার টেরিজার জীবনের নানা দিক নিয়ে তোলা আলোকচিত্র বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, কলকাতা, শান্তিনিকেতন ইত্যাদি বিষয়ে তিনি অসামান্য কাজ করে গেছেন।

তাঁর আলোকচিত্র বিষয়ক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ Mother Teresa - Down Memory Lane, Kolkata Canvas, রবির আলোয় আলোকচিত্র, দুর্গাপূজা, শান্তিনিকেতন ইত্যাদি। তিনি ক্রিস্টোফার অ্যাওয়ার্ড, ওয়ার্ল ফটোগ্রাফি অ্যাওয়ার্ড সহ অজস্র পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। সুনীল কুমার দত্তের প্রয়াণে ফটোগ্রাফি জগতের এক অপূরণীয় ক্ষতি হল। আমি সুনীল কুমার দত্তের পরিবার-পরিজন ও অনুরাগীদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।"

পয়লা বৈশাখে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা গাঙ্গুলি বাজার থেকে যাদবপুর

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : পয়লা বৈশাখের দিন মঙ্গল শোভাযাত্রায় পা মেলানোটা এখন পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি মানুষের কাছেই সময়ের আবেদন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঠিক যে ভাবে আশির দশকের শেষের দিকে সময়ের ডাকে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশে শুরু হয়েছিল মঙ্গল শোভাযাত্রা।

বাংলা বর্ষ বরনের দিন এই মঙ্গল শোভাযাত্রাকে ইউনেস্কো ইতিমধ্যেই 'অধরা বিশ্ব ঐতিহ্য' হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ২০১৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে মঙ্গল শোভাযাত্রার যে পথ চলা শুরু হয়েছিল তা অব্যাহত রয়েছে। প্রতি বছরের মতো এই বছরও ''পশ্চিমবঙ্গ মঙ্গল শোভাযাত্রা গবেষণা ও প্রসার কেন্দ্রে''র উদ্যোগে এই শোভাযাত্রা শুরু হবে সকাল আটটায় কলকাতার গাঙ্গুলি বাগান মোড় থেকে। শেষ হবে যাদবপুরে।

ছৌ, রনপা সহ বাংলার বিভিন্ন লোকজ সংস্কৃতি নিয়ে শোভাযাত্রায় পা মেলাবেন শিল্পীরা। ঢাল, ঢোল, দোতারা, বাঁশি দিয়ে শিল্পীরা প্রদর্শন করবেন তাঁদের শিল্পকর্ম। এবার শোভাযাত্রার বিশেষ আকর্ষণ শিল্পীদের হাতে গড়া বিরাট মেছো বিড়াল, বুলবুলি পাখি ও একতারা হাতে বাউল।

সঙ্গে রাস্তা জুড়ে থাকবে রাতজাগা আলপনা। স্কুল, কলেছের ছাত্র ছাত্রী রা শিল্পীদের হাতে গড়া মুখোশ পরে হাঁটবে এই পদযাত্রায়। পদযাত্রায় শেষে থাকবে বাংলার বিভিন্ন রকমারি খাবারের সমাহার। মঙ্গল শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই পাটুলী কিশোর বাহিনী ক্লাবে শুরু হয়েছে কর্মশালা। আগামী ২ এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে এই কর্মশালা। চলবে পয়লা বৈশাখের আগের দিন পর্যন্ত। গোটা দিন ব্যাপী শিল্পীরা করছে তাদের শিল্প কর্ম।

কর্মশালার নেতৃত্বে আছেন বাংলার দুই শিল্পী প্রদীপ গোস্বামী ও সুদীপ রক্ষিত। এ ছাড়াও মঙ্গল শোভাযাত্রা কে কেন্দ্র করে আগামী ১৩ এপ্রিল গঙ্গুলিবাগান কলতান হলে অনুষ্ঠিত হবে শিশু কিশোরদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। মঙ্গল শোভাযাত্রা একান্ত ভাবেই সম্প্রীতির উৎসব, ভালোবাসার উৎসব, নিজের মন থেকে রাগ, বিদ্বেষ কে বিসর্জন দেয়ার উৎসব। মঙ্গল শোভাযাত্রা গবেষণা ও প্রসার কেন্দ্রের সম্পাদক বুদ্ধদেব ঘোষ এব্যাপারে বলেন, যেভাবে এখন সাম্প্রদায়িক বিষ বাষ্প বাংলার সমাজ জীবন কে কলুষিত করছে সেখানে মঙ্গল শোভাযাত্রার মতো অসাম্প্রদায়িক উৎসব হয়ে উঠতে পারে ধর্মীয় মৌল বাদ কে রোখার অন্যতম হাতিয়ার।

ইতিমধ্যেই মঙ্গল শোভাযাত্রা কলকাতা ছাড়িয়ে বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা গোটা রাজ্যে এই সম্প্রীতির উৎসব ছড়িয়ে দিতে চাইছি।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

শরীরে বিভিন্ন জায়গার তিলের মাহাত্ম্য ভিন্ন

তিল নিয় জ্যোতিষ বিজ্ঞান বলছে, শরীরে বিভিন্ন জায়গায় তিলের মাহাত্ম্য ভিন্ন। কোনওটি শুভ। আবার কোনওটি অশুভ। জেনে নেওয়া যাক বিস্তারিত। খনার বচনেও তিলতত্ত্বের উল্লেখ রয়েছে। বলা হয়, পুরুষের শরীরে ডান দিকে ও মেয়েদের শরীরে বাঁ দিকে তিল থাকা শুভ।কোনও ব্যক্তির শরীরে ১২টির বেশি তিল থাকলে তা অশুভ ইঙ্গিত দেয়। অজীবনে সুখ-শান্তি থাকে না সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের। পদে পদে অর্থকষ্টে পড়তে হয়। আপনার ভ্রু-তে তিল আছে? খেয়াল করে দেখুন। ডান ভ্রুতে তিল থাকলে দাম্পত্য জীবন ভালো হয়।বাঁ ভ্রুতে তিল থাকলে দাম্পত্য কলহ বাঁধে। তবে ভ্রু-তে তিল থাকার একটি শুভ লক্ষণ হল, এঁরা প্রায়ই ভ্রমণ করেন।মাথার মাঝখানে তিল থাকা ভালোবাসার প্রতীক। ডান দিকে তিল থাকলে সেই ব্যক্তি কোনও একটি বিষয়ে বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। যাঁদের মাথার বাঁ দিকে তিল আছে তাঁরা অর্থের অপচয় করেন। মাথার ডান দিকের তিল ধন ও বুদ্ধির চিহ্ন। বাঁ দিকের তিল নিরাশাপূর্ণ জীবনের ইঙ্গিত দেয়। যাঁদের চোখের মণিতে তিল থাকে, তাঁরা ভাবুক হন এবং সৃষ্টিশীল হন। ডান চোখের মণিতে তিল থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিচারধারা উচ্চমার্গের হয়। চোখে পাতায় তিল আছে? যদি ডান পাতায় তিল থাকে, তাঁরা অনেক বেশি সংবেদনশীল হন।কানে তিল থাকা ব্যক্তি দীর্ঘায়ু হন। স্ত্রী বা পুরুষের মুখমণ্ডলের আশপাশে তিল থাকলে, তাঁরা সুখী ও ভদ্র হন। মুখে তিল থাকলে ব্যক্তি ভাগ্যে ধনী হন। তাঁর জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী খুব সুখী হন। নাকে তিল থাকলে ব্যক্তি প্রতিভাবান হন এবং সুখী হন। যে নারীর নাকে তিল রয়েছে তাঁরা সৌভাগ্যবতী হন। যাদের ঠোঁটের উপরের দিকে তিল রয়েছে তাদের হৃদয় ভালোবাসায় ভরপুর। এঁদের যৌনইচ্ছে প্রবল হয়। তবে তিল ঠোঁটের নীচে থাকলে সে ব্যক্তির জীবনে দারিদ্র্য থাকে। গালে লাল তিল থাকা শুভ। বাঁ গালে কালো তিল থাকলে, ব্যক্তি নির্ধন হয়। কিন্তু ডান গালে কালো তিল থাকলে তা ব্যক্তিকে ধনী করে।ডান কাঁধে তিল থাকলে সেই ব্যক্তি দৃঢ়চেতা।আবার যাদের বাঁ কাঁধে তিল থাকে তারা অল্পেই রেগে যান। গালে লাল তিল থাকা শুভ।বাঁ গালে কালো তিল থাকলে, ব্যক্তি নির্ধন হয়। কিন্তু ডান গালে কালো তিল থাকলে তা ব্যক্তিকে ধনী করে।ডান কাঁধে তিল থাকলে সেই ব্যক্তি দৃঢ়চেতা।আবার যাদের বাঁ কাঁধে তিল থাকে তারা অল্পেই রেগে যান।

যার হাতে তিল থাকে তারা চালাক-চতুর হন। ডান হাতে তিল থাকলে, তারা শক্তিশালী হন। আবার ডান হাতের পিছনে তিল থাকলে তারা ধনী হয়ে থাকেন। বাঁ হাতে তিল থাকলে সেই ব্যক্তি অনেক বেশি টাকা খরচ করেন। আবার বাঁ হাতের পিছনের দিকে তিল থাকলে সেই ব্যক্তি কৃপণ প্রকৃতির হন।যে ব্যক্তির ডান বাহুতে তিল থাকে তারা প্রতিষ্ঠিত ও বুদ্ধিমান। বাঁ বাহুতে তিল থাকলে ব্যক্তি ঝগড়াটে স্বভাবের হন। তাঁ বুদ্ধিতে খারাপ বিচার থাকে। যাদের তর্জনীতে তিল থাকে তারা বিদ্বান, ধনী এবং গুণী হয়ে থাকেন। তবে তারা সব সময় শত্রুদের কারণে সমস্যায় থাকেন। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে তিল থাকলে ব্যক্তি কর্মঠ, সদ্ব্যবহার এবং ন্যায়প্রিয় হন। মধ্যমায় তিল থাকলে ব্যক্তি সুখী হন। তার জীবন কাটে শান্তিতে।যে ব্যক্তির কনিষ্ঠায় তিল রয়েছে তারা ধনী হলেও জীবনে অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়। যাঁর অনামিকায় তিল থাকে, তাঁরা জ্ঞানী, যশস্বী, ধনী ও পরাক্রমী হন। যে স্ত্রীর থুতনিতে তিল থাকে তিনি সহজে মেলামেশা করতে পারেন না। এরা একটু রুক্ষ স্বভাবের হন। গলার সামনের দিকে তিল থাকলে ব্যক্তির বাড়িতে বন্ধু-বান্ধবের আনাগোনা লেগে থাকে। গলার পিছনে তিল থাকলে সেই ব্যক্তি কর্মঠ হয়।যে ব্যক্তির কোমরে তিল থাকে, তার জীবনে সমস্যার আনাগোনা লেগেই থাকে। ডান দিকের বুকে তিল থাকা শুভ। এমন স্ত্রী খুব ভালো হয়। পুরুষ ভাগ্যশালী হয়। বা দিকের বুকে তিল থাকলে স্ত্রী পক্ষের তরফে অসহযোগিতার সম্ভাবনা থাকে। বুকের মাঝখানের তিল সুখী জীবনের সঙ্কেত দেয়। যে জাতকের পায়ে তিল রয়েছে তারা অনেক ভ্রমণ করেন। যে ব্যক্তির পেটে তিল আছে তারা খুব খাদ্যরসিক হয়। মিষ্টি তাদের অত্যন্ত প্রিয়।

আটা, ময়দা মেখে রাখলেই কালো হয়ে যায়?

ব্রেকফাস্টে অথবা ডিনারে প্রায় দিনই রুটি খান অনেকে। কিন্তু আটা মাখার ঝক্কির জন্য অনেকেই একসঙ্গে অনেকটা আটা মেখে রেখে দেন। তার পর সেখান থেকে পরিমাণমতো নিয়ে রুটি তৈরি করেন। কিন্তু সমস্যা হল, আটা মেখে অনেক দিন রেখে দিলে আবার কালো হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে! তাই ইচ্ছে না করলেও প্রতিদিন আটা মাখতে হয়। আজকের আর্টিকেলে আপনাদের জন্য রইল কিছু সহজ টিপস, যেগুলি মেনে চললে অনেকদিন পর্যন্ত আটা থাকবে টাটকা! ১) বেশি জল ব্যবহার করবেন না বেশ কিছু দিনের জন্য অনেকটা আটা বা ময়দা মেখে রাখতে চাইলে সব সময় শুকনো করে মাখার চেষ্টা করুন। আটা মাখার সময় যেন বেশি জল যেন না পড়ে। কারণ আটায় জলের ভাগ বেশি হলে তা দ্রুত কালো হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। ২) তেল দিয়ে আটা মাখুন অল্প তেল কিংবা ঘি দিয়ে তবেই আটা বা ময়দা মাখুন। এতে আটার তাল মসৃণ থাকে এবং অনেক দিন রাখলেও কালো হয় না। এ ছাড়া, যে কৌটোতে আটা রাখবেন, তার গায়ে অল্প সাদা তেল মাখিয়ে নিন। এতে অনেক দিন রেখে দিলেও ভালো থাকবে আটা, ময়দা মাখা। ৩) গরম জল দিয়ে আটা মাখুন আটা, ময়দা মাখার সময় গরম জল ব্যবহার করুন। ঠান্ডা জল দিয়ে মেখে রাখলে তা দ্রুত কালো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। গরম জলের ব্যবহারে কালো হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা অনেকটাই কম থাকে। ৪) এয়ার টাইট কৌটো ব্যবহার করুন বাতাসে ভাসমান ব্যাক্টেরিয়ার সংস্পর্শে এসে আটা কালো হয়ে যায়। তাই এয়ার টাইট কৌটো ব্যবহার করুন। আটা বা ময়দা মেখে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে মুড়িয়ে এয়ার টাইট কৌটোতে ভরে রাখুন। এই পাত্রটি ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে হবে। সে ক্ষেত্রে তার মধ্যে বাতাস প্রবেশ করতে পারবে না, আর কালো হওয়ার ভয়ও থাকবে না।

হেঁশেলে রাখা নুন চিনি দিয়েই বানিয়ে ফেলুন স্ক্রাব

গরমের দিনে ধুলো, ময়লা, দূষণ ইত্যাদির কারণে ত্বকের উপর প্রচুর অত্যাচার হয়। ত্বক সারাদিন ঘেমে থাকে, রোদে-ঘামে নিস্তেজ হয়ে যায়। সেই সঙ্গে ধুলোর স্তর তো রয়েইছে। দিনের পর দিন এভাবে মুখে ধুলো জমতে জমতে সেখান থেকে ত্বকের নানাবিধ সমস্যা আসে। ব্রণ, অ্যাকনের সমস্যা, ত্বক রুক্ষ হয়ে যাওয়া- এসব লেগেই থাকে।

আর এই সব সমস্যা থেকে রেহাই পেতে গরমের দিনে নিয়মিত স্ক্রাব করতে হবে। শুধু ফেসওয়াশে কাজ হবে না। ফেসওয়াশ আমাদের মুখের উপরের স্তর থেকে তেল-ময়লা তুলে দেয়। কিন্তু স্ক্রাবিং এর ফলে ত্বক ভিতর থেকে পরিষ্কার থাকে। আর তাই গরমের দিনে স্ক্রাবিং এত জরুরি। তবে স্ক্রাব করতে গিয়ে মুখ বেশি ঘষে ফেলবেন না। এতে হিতে বিপরীত হবে।

আজকার বাজারচলতি অনেক রকম প্রোডাক্ট পাওয়া যায়। আর বেশিরভাগ প্রোডাক্টের মধ্যেই মেশানো থাকে রাসায়নিক। এতে ত্বকের খুবই ক্ষতি হয়। বেশি ব্যবহার করলে চামড়া শকশকে হয়ে যায়। যে কারণে নুন আর চিনি দিয়ে বাড়িতেই প্রাকৃতিক স্ক্রাব বানিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

হাফ কাপ ব্রাউন সুগার, হাফ কাপ নারকেল তেল বা অলিভ অয়েল নিতে হবে। এবার চিনির মধ্যে তেল খুব ভাল করে মিশিয়ে নিন। এবার ওর মধ্যে কয়েক ফোঁটা এসেনশিয়াল অয়েল মিশিয়ে নিন। বেশ একটা থকথকে মিশ্রণ হবে। যদি সাদা চিনিতে বানানো হয় তাহলে বড় দানার চিনি নিতে হবে। এতে মুখ বেশি ভাল পরিষ্কার হয়। নুন দিয়ে যখন স্ক্রাব তৈরি করছেন তখন সি সল্ট বা পিঙ্ক সল্ট হলে সবথেকে ভাল। এই পিঙ্ক সল্টের সঙ্গে নারকেল তেল মিশিয়ে নিতে হবে। এই নুনের সঙ্গে হাফ কাপ নারকেল তেল মিশিয়ে নিতে হবে। প্রয়োজন হলে সঙ্গে মিশিয়ে নিন আরও কয়েক ফোঁটা এসেনশিয়াল অয়েল। ব্যাস তৈরি স্ক্রাব। এছাড়াও নুন, চিনির সঙ্গে যে কোনও পছন্দের এসেনশিয়াল অয়েল মিশিয়েও স্ক্রাব বানিয়ে নিতে পারেন। হাত, পা বা শরীরের অন্য যে কোনও অংশে এই স্ক্রাব সহজেই ব্যবহার করতে পারেন। তবে মুখে কিন্তু এই মিশ্রণ খুব বেশি ঘষবেন না। এতে হিতে বিপরীত হতে পারে।

আম পাতা যেভাবে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে আনে

আম পাতা স্বাস্থ্যের জন্য অনেক উপকারী। ডায়াবেটিস থেকে শুরু ওজন কমানো এমনকি বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তি দেয় এই পাতা। পাবমেড সেন্ট্রালে প্রকাশিত গবেষণায় দাবি করা হয়েছে , আমের পাতায় বিভিন্ন ফাইটোকেমিক্যাল আছে। যার মধ্যে অ্যান্টি-ডায়াবেটিক বৈশিষ্ট্য মেলে। এই পাতায় ম্যাঙ্গিফেরিল যৌগও আছে, যা শরীরে ইনসুলিনের প্রভাব বাড়ায় ও চিনি নিয়ন্ত্রণে রাখে। মিষ্টি জাতীয় খাবার খেলে ডায়াবেটিস রোগীর রক্তের গ্লুকোজ অনেক বেড়ে যায়, যা শরীরের জন্য বিপজ্জনক। তবে গবেষণা বলছে, আম পাতার ব্যবহার খাওয়ার পরও রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

একই গবেষণায় আরও বলা হয়েছে, চিনি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি আম পাতা লিপিড প্রোফাইলের উন্নতি ঘটায়। যার ফলে কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রাও নিয়ন্ত্রণে আসে। এর পাশাপাশি আপনি স্থূলতাও প্রতিরোধ হয়।

প্রথম উপায়- ১০-১৫টি পাতা একটি গ্রাটারে পিষে তারপর ছেঁকে রস বের করে খালি পেটে পান করুন।

দ্বিতীয় উপায়- ১০-১৫টি আম পাতা নিয়ে এক গ্লাস পানিতে সেদ্ধ করুন যতক্ষণ না পানি অর্ধেক কমে যায়। তারপর ঢেকে সারারাত রেখে দিন ও সকালে খালি পেটে পান করুন। ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে কোনো প্রতিকার গ্রহণের আগে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক বা পুষ্টিবিদের সাহায্য নিন। তিনি আপনাকে প্রতিকারের সঠিক ডোজ সম্পর্কে সঠিক পরামর্শ দেবেন।

অতিরিক্ত লবণ সেবন হাড়ের কতটা ক্ষতি করে দেয়!

অতিরিক্ত কোন কিছুই ভালো নয়। আর এটি লবণ খাওয়ার বেলাতেও সত্য। প্রতিদিন শরীরে সামান্যই লবণ দরকার সোডিয়ামের জন্য। সোডিয়াম শরীরের কিছু নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে। তবে অতিরিক্ত সোডিয়াম গ্রহণ দেহের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতিদিন পাঁচ গ্রাম লবণ খাওয়াই যথেষ্ট। আর এক চা চামচেই থাকে প্রায় ছয় গ্রাম লবণ। প্রতিদিন পাঁচ গ্রামের বেশি খাওয়া শরীরের জন্য মোটেই সুখকর নয়। অতিরিক্ত লবণ খাওয়ার কতগুলো ক্ষতিকর দিক রয়েছে। আসুন আজ তা আমরা তাহলে জেনে নেই-কিডনির ক্ষতি : শরীরে তরলের ভারসাম্য ঠিকঠাক রাখতে সামান্য পরিমাণ সোডিয়াম গ্রহণই যথেষ্ট। তবে বাড়তি সোডিয়াম কিডনিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অতিরিক্ত লবণ গ্রহণ কিডনির ওপর চাপ বাড়িয়ে দেয় এবং কিডনির কার্যক্রম নষ্ট করে।রক্তচাপ বাড়ায় : হৃদরোগ বা কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজের অন্যতম কারণ উচ্চ রক্তচাপ। আর উচ্চ রক্তচাপের অন্যতম কারণ অতিরিক্ত লবণ খাওয়া। অতিরিক্ত সোডিয়াম গ্রহণ রক্তনালিকে সংকুচিত করে দেয় এবং রক্ত প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়।এতে রক্তচাপ বাড়ে।পাকস্থলীর ক্যানসার : বেশি পরিমাণে লবণ খাওয়া পাকস্থলীর ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায়। এমনকি ওয়ার্ল ক্যানসার রিসার্চ ফান্ড অ্যান্ড আমেরিকান ইন্সটিটিউট ফর ক্যানসার রিসার্চ নিশ্চিত করেছে যে অতিরিক্ত লবণাক্ত খাবার পাকস্থলীর ক্যানসার তৈরি করতে পারে। খাবারে বেশি পরিমাণ লবণ থাকলে এটি পাকস্থলীর ব্যাকটেরিয়া হেলিকোব্যাকটার পাইলোরিকে প্রভাবিত করে।

সুষম খাদ্যের মধ্যে কি ধরনের উপাদান থাকে

বাজার অনেক নানারকম ফল পাওয়া যায়। এনজাইম, মিনারেল, ভিটামিন, প্ল্যান্ট ফাইটোকেমিক্যালে ভরপুর ফল শরীরকে ভাল রাখতে সাহায্য করে। আজ আপনার সামনে উপস্থাপন করছি আমাদের চারপাশে পাওয়া যায় এমন কিছু ফলের পুষ্টিগুণ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। সুষম খাবার কি? যে খাদ্যে ভিটামিন, শর্করা, আমিষ, চর্বি, লবণ ও জলের এই ছয়টি উপাদান থাকে।

আমিষ বা প্রোটিন— প্রোটিন, শ্বেতসার আর স্নেহ পদার্থ আমাদের শরীরের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং এরা আমাদের শরীরের শক্তি বৃদ্ধি করে থাকে। বাজারে ওষুধ আকারে বিভিন্ন খনিজ লবণ সমৃদ্ধ ও ভিটামিন ওষুধ কিনতে পাওয়া যায়। তবে আমাদের দেশীয় বিভিন্ন ফল ও শাকসবজি গ্রহণের মাধ্যমে এসব ভিটামিন ও খনিজ লবণ অতি সহজে, সুলভ মূল্যে গ্রহণ করাই বাঞ্চনীয়। কারণ শাকসবজি ও ফলমূল সরাসরি গ্রহণ করলে শরীরের পুষ্টি ও উপকারিতা বেশি পাওয়া যায়।

শর্করা বা শ্বেতসার — শ্বেতসার বা শর্করা জাতীয় খাবারগুলো হচ্ছে চাল, আটা, ময়দা, আলু, গুড় চিনি ইত্যাদি। স্নেহ বা তেলজাতীয় খাদ্য— ঘি, মাখন, তেল, চর্বি ইত্যাদি চর্বি বা স্নেহজাতীয় খাবার। ভিটামিন। আমাদের শরীরের স্বাভাবিক সুস্থতা রক্ষায় প্রয়োজন ভিটামিন। এই ভিটামিন আবার এ বি, সি, ডি কে এবং ইত্যাদি নামে পরিচিত। আর এসব ভিটামিন আমরা সহজেই সরাসরি গ্রহণ করতে পারি বিভিন্ন ফলমূল, শাকসবজি ও বিভিন্ন সুগন্ধি মসলাজাতীয় দ্রব্যের মাধ্যমে। দেশী ফলে এসব ভিটামিন প্রচুর রয়েছে। সাধারণ দেশীয় ফলে, যেমন--- কলা, পেঁপে, পেয়ারা, বেল, আম, জাম কাঁঠাল প্রভৃতি ভিটামিন সমৃদ্ধ ফল। খনিজ লবণ--- ক্যালশিয়াম সর্বাধিক পরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ একটি খনিজ লবণ। ক্যালসিয়াম আমাদের হাড় ও দাঁতের গঠন মজবুত ও শক্তিশালী করে, ক্ষয়রোধ করে এবং আর্থ্রারাইটিস, বাত জাতীয় রোগের সাথে লড়াই করে। গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের ক্যালসিয়ামের অবদান অনস্বীকার্য। এছাড়াও আয়োডিন গলগন্ড, দুর্বলতা, স্তন ক্যান্সার সহ বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করে থাকে। কডলিভার অয়েল, বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছ, আয়োডিন মিশ্রিত খাবার লবণ হতে খুব সহজেই আয়োডিন পাওয়া যায়।

ডায়াবেটিসে উপকারী ঢ্যাঁড়শ

প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে ডায়াবেটিসে আক্রান্তের সংখ্যা। ওষুধ শরীরচর্চা এবং খাওয়া দাওয়া নিয়ম মেনে করলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রমে থাকে বটে, কিন্তু তা কোনওভাবেই পুরোপুরি নিরাময় করা সম্ভব নয়। ফলে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত অনেকের ক্ষেত্রে ইনসুলিন ইনজেকশনই হয়ে ওঠে একমাত্র ভরসা। তবে ইনসুলিন ইনজেকশন না নিয়েও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। প্রতিদিন তিনটি ঢ্যাঁড়শ কমাতে পারে ডায়াবেটিসের সমস্যা। জেনে নিন কীভাবে ঃ তিনটি ঢ্যাঁড়শ নিয়ে জলে সেগুলি ভালকরে ধুয়ে নিন। এরপর ঢ্যাঁড়শগুলির ডগার অংশ এবং বৃন্তের অংশ বাদ দিয়ে দিন। এ বার ঢ্যাঁড়শগুলি লম্বা লম্বা করে চিরে দিয়ে সারা রাতা এক গ্লাস জলে ভিজিয়ে রাখুনন। সকালে উঠে এই ঢ্যাঁড়শ ভেজানো জল খেয়ে নিন। রক্তে সুগারের মাত্রা ঠিক কতটা কমল, তা হাতেনাতে প্রমাণ পেতে এই জল খাওয়ার আগে এবং জল খাওয়ার ২ ঘণ্টার পরে ব্লাড সুগার পরীক্ষা করুন। তফাৎটা নিজেই দেখতে পাবেন। পাশাপাশি ডায়াবেটিসে ক্ষতিকারক খাবার ও অভ্যাসগুলি ত্যাগ করুন। নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন এবং সুস্থ থাকুন।

আমের মুকুল ঝরে যাওয়া থেকে প্রতিকার

আম প্রধান চাষযোগ্য অর্থকরী ফলগুলোর মধ্যে অন্যতম। বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহার, পুষ্টিমান এবং স্বাদ-গন্ধে আম একটি অতুলনীয় ফল। আম চাষাবাদে বিভিন্ন সমস্যা দেখা যায়। তার মধ্যে বিভিন্ন রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ রয়েছে। সঠিক সময়ে রোগ ও পোকামাকড় দমন করতে ব্যর্থ হলে আমের ফলন মারাত্মকভাবে হ্রাস পেতে পারে। এই সমস্ত রোগ ও পোকামাকড় দমনের জন্য সঠিক বালাইনাশক/ছত্রাকনাশক নির্বাচন করে নির্দিষ্ট মাত্রায় বা ডোজে সঠিক সময়ে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করা দরকার। আম গাছে ফুল আসার ১৫ দিন আগে পর্যাপ্ত সেচ দিতে হবে। টিএসপি ও এমপি সার দিতে হবে দুই-তিন বছর বয়সের গাছে ২০০ থেকে ২৫০ গ্রাম, চার-পাঁচ বছর বয়সের গাছে ৩০০ থেকে ৩৫০ গ্রাম, ছয়-সাত বছর বয়সের গাছে ৪০০ থেকে ৫০০ গ্রাম, আট-নয় বছর বয়সের গাছে ৫০০ থেকে ৮০০ গ্রাম এবং ১০ বছরের ঊর্ধ্বে ৮৫০ থেকে এক হাজার ২০০ গ্রাম প্রতিগাছে। ফুল ফোটার সময় মেঘলা ও কুয়াশাচ্ছন্ন আবাহওয়া থাকলে পুষ্পমঞ্জরিতে পাউডারি মিলডিউ ও অ্যানথ্রাকোজ রোগের আক্রমণ হতে পারে। এতে গাছের পাতা, কচি ডগা, মুকুল ও কচি আমে কালো দাগ পড়ে। প্রতিকার হচ্ছে মুকুল আসার ১০ দিনের মধ্যে একবার প্রতি লিটার জলের সঙ্গে ১ মিলিলিটার রিপকর্ড বা সিমবুস ১০ ইসি এবং ০.৫ মিলিলিটার টিল্ট ২৫০ ইসি একসঙ্গে মিশিয়ে আমের মুকুল, পাতা, কাণ্ডে স্প্রে করতে হবে। প্রাকৃতিক পরাগায়নের জন্য আম বাগানে মৌমাছি পালন, বাগানের চারদিকে ফুলের গাছ রোপণ এবং বাগানে বিভিন্ন জাতের আমগাছ লাগানো প্রয়োজন। আমগাছে মুকুল আসার সময় হপার পোকা কচি অংশের রস চুষে খায়। ফলে মুকুল শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে ঝরে পড়ে। এছাড়া রস চোষার সময় পোকা আঠালো পদার্থ নিঃসৃত করে। এতে ফুলে পরাগরেণু আটকে পরাগায়নে বিঘ্ন ঘটে। এ পোকা দমনের জন্য রিপকর্ড বা সিমবুস ও টিল্ট আগের নিয়মে স্প্রে করতে হবে। ত্রুটিপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ ফুল এবং বর্ধিষ্ণু ভ্রূণের পুষ্টিহীনতা দূর করার জন্য মুকুল ধরার ১৫ দিন আগে উপরিউক্ত নিয়মে সার প্রয়োগ করতে হবে।

প্রোটিনের জন্য মটরশুঁটি খান

আপনি আমিষাশী হোন বা নিরামিষ, শরীরের জন্য প্রোটিন মাস্ট। প্রোটিন না পেলে শরীরের দফারফা। কম দামে সেই প্রোটিনের জোগান মেটাতে ২ টুকরো মাছ বা ৩ টুকরো মাংসের বদলে খান একবাটি মটরশুঁটি। এমনটাই বলছেন চিকিৎসকরা। পাশাপাশি খাবারের স্বাদ বাড়াতে মটরশুঁটির তুলনা নেই। বিভিন্ন রান্না ও স্যালাডে মটরশুঁটির প্রচুর ব্যবহার। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ওজন কমাতে মটরশুঁটির তুলনা নেই। বিভিন্ন রান্না ও স্যালাডে মটরশুঁটির প্রচুর ব্যবহার। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ওজন কমাতে মটরশুঁটি তুলনা নেই। এছাড়া রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে, পাকস্থলীর ক্যান্সারে দারুন উপকারী। বয়স ধরে রাখতে, স্কিনে জেল্লা বাড়াতে সুগার কমাতে ক্যান্সারে দারুণ উপকারী। বয়স ধরে রাখতে, স্কিনে জেল্লা বাড়াতে সুগার কমাতে মোটরশুঁটির জুড়ি মেলা ভার। চুল পড়া আটকাতে, চোখের দৃষ্টি টানটান রাখতে, হজমশক্তি বাড়াতে, অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের জন্য মটরশুঁটি খুব উপকারী। অ্যালাঝাইমার্স ও আথ্র্যাইটিস রোধেও মটরশুঁটি খুবই উপকারি।

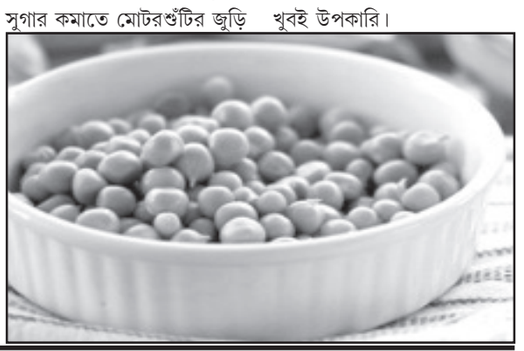

আমেরিকার ওকলাহোমা বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্দুকবাজের হামলা

ওয়াশিংটন, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : ফের মার্কিন মুলুকে বন্দুকবাজের হামলা। আমেরিকার নরম্যানের ওকলাহোমা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুটার ঢুকে পড়ার অভিযোগে আচমকা আতঙ্ক ছড়াল। শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্দুকবাজ ঢুকে গুলি চালিয়েছে বলে দাবি করা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে।

কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফে আপাতত পড়ুয়াদের কলেজে আসতে বারণ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে জারি করা হয়েছিল জরুরি অবস্থাও। তবে বর্তমানে পড়ুয়াদের আর কোনও ঝুঁকি নেই বলেই জানানো হয়েছে। গুলি চালানোর ঘটনায় এখনও অবধি হতাহতের খবর মেলেনি। ঘটনাস্থলে পুলিশ ছাড়াও উপস্থিত হয়েছে সোয়াট বাহিনী। গোটা কলেজে তল্লাশি অভিযান চলছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফেও বন্দুকবাজের হামলা নিয়ে পড়ুয়াদের সতর্ক করা হয়। টুইট করে বলা হয়, "ভ্যাল ভ্লিট ওভালে গুলি চলছে।

দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। পালাও, লুকিয়ে পড়ো বা লড়াই করো!" এর কিছুক্ষণ পর ফের বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে টুইট করে জানানো হয়, "বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। ভাল করে তল্লাশি চালিয়ে দেখা গিয়েছে কোনও ঝুঁকি নেই। যে সতর্কতা জারি করা হয়েছিল, তাও বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।"

জানা গিয়েছে, পুলিশের সন্দেহ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাউথ ওভালে লুকিয়ে রয়েছে বন্দুকবাজ। আপাতত পড়ুয়াদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই অংশ এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলিতেও দেখা গিয়েছে, গোটা বিশ্ববিদালয় পুলিশ ঘিরে ফেলেছে। সোয়াটের দল ও ট্যাকটিকাল ভেহিকেলও দেখা যায়। প্রসঙ্গত, দুইদিন আগেই নাশভিলের একটি স্কুলেও বন্দুকবাজের হামলা চলেছিল। নয় বছরের দুই নাবালিকা, এক নাবালক ও স্কুলের এক কর্মী গুলির আঘাতে মারা যান। বিগত কয়েক বছর ধরেই আমেরিকার স্কুল-কলেজে বন্দুকবাজের হামলার ঘটনা বেড়েছে। গত বছর থেকে এখনও অবধি মোট ১২৯টি বন্দুকবাজের হামলার ঘটনা ঘটেছে, যেখানে চার বা তার বেশি সংখ্যক মানুষ আহত বা নিহত হয়েছেন।

রাজঘাটে দক্ষিণ কোরিয়ার বিদেশমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল (হি.স.): জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করলেন দক্ষিণ কোরিয়ার বিদেশমন্ত্রী পার্ক জিন। শনিবার সকালে রাজঘাটে গিয়ে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন দক্ষিণ কোরিয়ার বিদেশমন্ত্রী পার্ক জিন। বাপুকে শ্রদ্ধা নিবেদন করার পাশাপাশি রাজঘাটের দর্শনার্থী বইয়ে স্বাক্ষর করেছেন তিনি।

দক্ষিণ কোরিয়ার বিদেশমন্ত্রী পার্ক জিন বলেছেন, গান্ধীজির সত্যাগ্রহের মহৎ চেতনা সর্বদা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে। পার্ক জিন বলেছেন, 'আমি ২৭ বছর আগে ভারতে এসেছিলাম, সেটিই আমার প্রথম ভারতে আসা ছিল। আমি সর্বদা তাঁর (মহাত্মা গান্ধী) সত্যাগ্রহের মহৎ চেতনায় উদ্বুদ্ধ...আমি আশা করছি আমরা ভারতের সঙ্গে একত্রে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারব, যা কোরিয়ার বিশেষ কৌশলগত অংশীদার।'

পথদুর্ঘটনায় মৃত ২ বর্ধমানে জাতীয় সড়কে ব্যাহত যান চলাচল

পূর্ব বর্ধমান, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : শনিবার সাতসকালে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। মোটর ভ্যানের এবং ট্রাকের মুখোমুখি ধাক্কায় মৃত্যু হল দু'জনের। জখম আরও দু'জন। তাঁরা বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভরতি। পুলিশ দেরিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর প্রতিবাদে পথ অবরোধ স্থানীয়দের। তার ফলে বর্ধমানের ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে ব্যাহত যানচলাচল। শনিবার সকালে বর্ধমানের ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে মীরছোবা এলাকার ফ্লাইওভারের উপর দিয়ে একটি মোটর ভ্যান এবং ট্রাক যাচ্ছিল। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। মোটর ভ্যানে পিছন থেকে এসে ধাক্কা মারে একটি লরি। লরির ধাক্কায় ওই মোটর ভ্যানে থাকা চারজন ছিটকে পড়েন রাস্তায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, দু'জন ঘটনাস্থলেই মারা যান। বাকি দু'জনেরও আঘাত গুরুতর। শনিবার ভোরে পূর্ব বর্ধমানের ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের মিরছোবার কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে।ঘটনাস্থলেই যে দু'জন প্রাণ হারান, তাঁরা হলেন শেখ বাপি এবং শেখ কিরণ। জখম হন শেখ জয়নাল এবং শেখ বালি নামে দু'জন। তাঁরা বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন এলাকার লোকজন। তাঁদের দাবি, দুর্ঘটনা ঘটার দীর্ঘ সময় পর পুলিশ আসে। এমনকী ঘটনাস্থলে যে সিভিক ভলান্টিয়াররা ছিল, তাঁরাও দুর্ঘটনার পর সেখান থেকে সরে পড়েন বলে অভিযোগ। পরে বর্ধমান থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ দু'টি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এই দুর্ঘটনায় এখনও পুলিশের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।প্রতিবাদে বেশ কিছুক্ষণ ধরে জাতীয় সড়কে চলে অবরোধ। অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ। দেহ উদ্ধার করেন ময়নাতদন্তে নিয়ে যাওয়া হয়। দুর্ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ জাতীয় সড়কে যানচলাচল ব্যাহত হয়। সমস্যায় পড়েন যাতায়াতকারীরা।

পুণেতে বাস উল্টে নিহত এক

পুণে, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : শনিবার সকালে পুণে জেলার দাউন্ড এলাকায় একটি বেসরকারি বাস উল্টে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় তিন যাত্রী আহত হয়েছেন। সবাইকে কাছের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, পুণে শহরের ভবানীপেঠ, লোহিয়ানগর এলাকা থেকে প্রায় ৪৯ জন ভক্ত একটি বেসরকারি বাসে করে তুলজাপুর ও ইয়ারমালা গিয়েছিলেন দেবদর্শন করতে। এদিন সকালে সমস্ত ভক্ত একই বাসে পুণে ফিরছিলেন, কিন্তু দৌন্দ তহসিলের ঘাগ্রেওয়াড়ির কাছে একটি গর্তের কারণে বাসটি উল্টে যায়। এ ঘটনায় ঘটনাস্থলেই এক মহিলা নিহত হন। এবং তিন যাত্রী আহত হন। নিহতের পরিচয় এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

ভারতে কোভিড সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়ে ৬,১৫৫

রাজস্থানে মুখ্যমন্ত্রী সহ হেভিওয়েট নেতারা করোনায় আক্রান্ত

জয়পুর, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : রাজস্থানে আরও একবার করোনা মহামারীর সংক্রমণ তার শক্তি দেখাচ্ছে। করোনার পরীক্ষা কম হলেও রাজস্থানে গত ২৪ ঘন্টায় রাজস্থানে করোনায় আক্রান্ত ১২২ জন। রাজধানী জয়পুরেও এক দিনে সর্বোচ্চ ৩৪ জন করোনা আক্রান্ত রোগী পাওয়া গেছে পিঙ্ক সিটি জয়পুরে। এই অবস্থা যখন মানুষ পরীক্ষা করছে না। আগের মতো পরীক্ষা শুরু হলে বাড়তে পারে আক্রান্তের সংখ্যা।

স্বাস্থ্য দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী, রাজস্থানে এখন ৩৮২ টি করোনার সক্রিয় কেস রয়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৮৭ জন করোনা রোগী রাজধানী জয়পুরে। জয়পুরের পরে, উদয়পুরে ৪৮টি, যোধপুরে ৪২টি, রাজসমন্দে ৩৩টি এবং বিকানেরে ৩২টি করোনার সক্রিয় কেস রয়েছে। এছাড়াও, আজমির এবং আলওয়ারে ১৮টি সক্রিয় মামলা রয়েছে, চিতোরগড়ে ১৬টি, সিরোহিতে ১৫টি এবং ঝালাওয়ারে ১২ টি মামলা রয়েছে। এই জেলাগুলি ছাড়াও অনেক জেলায় ১ থেকে ১০টি সক্রিয় মামলা রয়েছে। এটা স্বস্তির বিষয় যে বারমের, বাঁশওয়াড়া, ভরতপুর, ধৌলপুর, ডুঙ্গারপুর, জালোর, ঝুনঝুনু, করৌলি এবং প্রতাপগড় হল রাজস্থানের জেলা যেখানে করোনার একটিও সক্রিয় কেস নেই।

মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটের পর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজে, পিসিসি প্রধান গোবিন্দ সিং দোতাসারাও করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। শুক্রবার পর্যন্ত তিনজনেরই শারীরিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। রাজ্যে করোনার ক্রমবর্ধমান মামলার পরিপ্রেক্ষিতে রাজস্থানেও কোভিড নির্দেশিকা সম্পর্কে কঠোরতা দেখানোর দাবি করা হচ্ছে।

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিভাগের সচিব ডাঃ পৃথ্বী বলেছেন, রাজস্থানে বর্তমানে করোনার ঘটনা কম এবং বিভাগটি সম্পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করছে। মামলা বাড়লে নির্দেশিকা কঠোরভাবে বিবেচনা করা হবে।

করোনা সংক্রমণ সম্পর্কে, সাওয়াই মানসিংহ হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ আচল শর্মা বলেছেন, এসএমএস হাসপাতালে মাস্ক প্রয়োগের জন্য পোস্টার-ব্যানার লাগিয়ে এখানে আগত লোকদের সচেতন করা হচ্ছে। করোনার প্রকোপ বৃদ্ধি নিয়ে উদ্বেগ জরুরি, তবে মানুষকে সতর্ক থাকতে হবে। করোনা মোকাবিলায় হাসপাতালের সম্পূর্ণ প্রস্তুতি রয়েছে। এদিকে, ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ বেড়েই চলেছে, রোজই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৬,১৫৫ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে কোভিড-আক্রান্ত ১১ জন রোগীর। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৩১,১৯৪-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০৬ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। মোট কোভিড-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৪,৪৭,৫১,২৫৯-তে পৌঁছেছে। ১১ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,৩০,৯৫৪-এ পৌঁছে গিয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৮৯,১১১ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৭৫ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০১,৯৬৩ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৬,২২,৬৬৩ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৭ এপ্রিল সারা দিনে ভারতে ১,০৯,৩৭৮ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

শুভেন্দুর সভার আগে উত্তপ্ত ময়না, পতাকা টাঙানো নিয়ে সংঘর্ষ দু'দলের

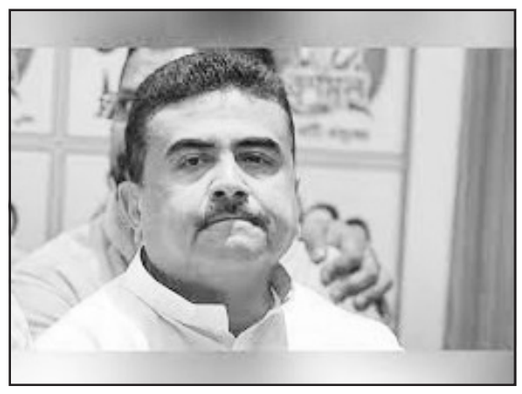

পূর্ব মেদিনীপুর, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : আদালতের নির্দেশ হাতে নিয়ে পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নায় সভা করল বিজেপি। কিন্তু বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সভার কয়েক ঘণ্টা আগে আবার উত্তপ্ত ময়নার বাকচা এলাকা। দলীয় পতাকা ঝোলানো নিয়ে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় বাকচা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। শনিবার দুপুরে ইজমালিচক ফুটবল মাঠে সভা করতে আসেন শুভেন্দু। তার আগে শুরু হয় ঝামেলা। বিজেপির অভিযোগ, শুক্রবার রাতে এলাকার বিভিন্ন জায়গায় দলের পতাকা টাঙাতে গেলে তৃণমূল তাদের বাধা দেয়। বিজেপির পতাকা ছিঁড়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

স্থানীয় তৃণমূল নেতা অনিল কুমার দাসের দাবি, "'দুয়ারে সরকার' চলছে বলে এলাকায় তৃণমূলের পতাকা লাগানো রয়েছে। বিজেপির ছেলেরাও রাতে পতাকা টাঙাতে আসে। শুক্রবার গভীর রাতে আমাদের পতাকা ছিঁড়ে ফেলে দেয় বিজেপির লোকজন। বাধা দিতে গেলে আমাদের কর্মীকে বেধড়ক মারধর করে বিজেপির গুন্ডাবাহিনী। পরে পুলিশে খবর দেওয়া হলে এলাকায় টহলদারি শুরু হয়।"

বিজেপির তমলুক সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি আশিস মণ্ডলের অভিযোগ, "তৃণমূল এখন নিজেদের পতাকা ছিঁড়ে ফেলে বিজেপিকে বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করছে।"

সি আর কেশভান যোগ দিলেন বিজেপিতে

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল (হি.স.): কংগ্রেস শিবিরে ফের বড়সড় ধাক্কা। এবার বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা ও ভারতের প্রথম ভারতীয় গভর্নর-জেনারেল সি রাজাগোপালাচারীর প্রপৌত্র সি আর কেশভান। শনিবার দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন সি আর কেশভান। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর তিনি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্ব দেশের সকলকে অনুপ্রাণিত করেছে। সর্বত্র উন্নতি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে...প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে আমরা বিশ্বাস করি এবং তিনি আমাদের সঠিক পথে নিয়ে যাবেন।

প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা সি আর কেশভান আরও বলেছেন, বিশ্বের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল বিজেপি-তে আমাকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই, বিশেষ করে যখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী তামিলনাড়ুতে আছেন। কেশভান বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর জনগণকেন্দ্রিক নীতি, দুর্নীতিমুক্ত শাসন এবং সংস্কার-নেতৃত্বাধীন অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এজেন্ডা ভারতকে একটি ভঙ্গুর অর্থনীতি থেকে বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করেছে।

তাইওয়ান ঘিরে সামরিক মহড়া চিনের

বেজিং, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : তাইওয়ান ঘিরে তিন দিনের সামরিক মহড়া শুরু করেছে চিন। আমেরিকার প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার কেভিন ম্যাকার্থির সঙ্গে ক্যালিফোর্নিয়ায় তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট সাই ইং-ওয়েনের বৈঠক নিয়ে বেইজিংয়ের ক্ষোভের মধ্যেই এই মহড়া শুরু হল। ইউনাইটেড শার্প সোর্ড নামের এ মহড়া চলবে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত।

তাইওয়ানকে নিজের বলে দাবি করে চিন। অঞ্চলটিকে নিজেদের রাখতে শক্তি প্রয়োগে দ্বিতীয়বার চিন্তা না করার অঙ্গীকার করেছে বেইজিং। পিপলস লিবারেশন আর্মির (পিএলএ) পূর্ব থিয়েটার কমান্ড শনিবার সংক্ষিপ্ত এক বিবৃতিতে জানায়, ১০ এপ্রিল পর্যন্ত তাদের 'যুদ্ধের প্রস্তুতিমূলক মহড়া' চলবে ইউনাইটেড শার্প সোর্ড নামের এ মহড়া উত্তর ও দক্ষিণে তাইওয়ান প্রণালী এবং পূর্বে সাগর এবং আকাশপথে চলছে। পিএলএ জানায়, এটি তাইওয়ানের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি, বহিরাগত শক্তির যোগসাজশ ও উসকানির বিরুদ্ধে গুরুতর সতর্কতা। জাতীয় সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার জন্য একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এটি। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তাইওয়ানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। তারা বলেছে, দ্বীপের নিরাপত্তার জন্য যথাযথভাবে প্রতিক্রিয়া জানানো হবে। মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানায়, সাই-এর যুক্তরাষ্ট্র সফরকে 'সামরিক মহড়া চালানোর অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করছে চীন। এটা আঞ্চলিক শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

১২ এপ্রিল রাজস্থানে প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন উপহার দেবেন প্রধানমন্ত্রী

জয়পুর, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১২ এপ্রিল রাজস্থানে প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন উপহার দেবেন। এর পরে, দিল্লি থেকে জয়পুর এবং আজমীর যাওয়ার জন্য যাত্রা আরও সহজ এবং মসৃণ হয়ে উঠবে। রাজস্থানের এই বহুল প্রতীক্ষিত বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের পরিচালনার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী কার্যত (ভিডিও কনফারেন্স) দিল্লি থেকে ১২ এপ্রিল দুপুর ১২ টা ৩০ মিনিটে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের উদ্বোধন করবেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে জয়পুরে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে জয়পুর পৌঁছবেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, বিধায়ক ও সাংসদরা। উত্তর-পশ্চিম রেলওয়ের জনসংযোগ আধিকারিক শশী কিরণ জানিয়েছেন, বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন চালানোর সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। রেলওয়ে বোর্ড শীঘ্রই ভাড়া চার্ট প্রকাশ করবে। এই বন্দে ভারত স্টপেজ হবে জয়পুর, আলওয়ার এবং গুরুগ্রামে। উত্তর পশ্চিম রেলওয়েও রেওয়াড়িতে স্টপেজের প্রস্তাব পাঠিয়েছে বোর্ডের কাছে।

দিল্লি থেকে বকেয়া ছিনিয়ে আনার হুঁশিয়ারি অভিষেকের

আলিপুরদুয়ার, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : প্রকাশ্য সভা থেকে বিজেপি-কে তীব্র আক্রমণ করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। জানালেন, তাঁদের ভদ্রতাকে দুর্বলতা ভাবছে কেন্দ্র। কিন্তু দিল্লি স্তব্ধ করে দেওয়ার ক্ষমতা আছে তৃণমূলের। বকেয়া টাকা ছিনিয়ে আনা হবে দিল্লি থেকে।

২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার ফলেই বাংলার প্রতি কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বৈষম্যমূলক আচরণ করছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। বকেয়া টাকা আটকে রাখা থেকে কথায় কথায় সিবিআই-ইডি-র ব্যবহার নিয়ে প্রকাশ্যে সরব হন অভিষেক।

শনিবার আলিপুরদুয়ারের সভা থেকে বিজেপি-কে নিশানা করেন অভিষেক। তিনি বলেন, 'সাধারণ মানুষকে ভাতে মারার পরিকল্পনা বিজেপি-র। মানুষের হকের টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। তৃণমূলের কাছে হেরে বাংলার মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা বিজেপি-র। বাংলার মানুষকে ভাতে মারলে ছেড়ে কথা বলব না। দিল্লির বুকে আরও তীব্র আন্দোলন হবে।'

এ দিন অভিষেক জানান, আগে ১৭ লক্ষ পরিবার বলতেন তিনি। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখেছেন প্রায় ২০ লক্ষ পরিবার কাজ করে বসে রয়েছে। এদের টাকা কেন্দ্র জোর জবরদস্তি আটকে রেখে দিয়েছে বলে অভিযোগ অভিষেকের।

“পার্কিং ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারে বিজেপি-র জয়“, দাবি সুকান্তর

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : পার্কিং ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারে বিজেপি-র জয় বলে দাবি করলেন দলের রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার।শনিবার সন্ধ্যায় বিষয়টি নিয়ে টুইট করলেন তিনি। সুকান্তবাবু লিখেছেন, জনগণের বিশাল প্রতিবাদের পরে পার্কিং ফি ১০ গুণ বৃদ্ধি প্রত্যাহার করা হয়েছে। এটা সেই জনগণের জয় যারা এই ধরনের ক্ষতিকারক পদক্ষেপকে প্রতিহত করেছে। ছাপ্পা মেয়রের পরীক্ষাগুলি একটি বড় আঘাতের মুখে পড়ল। তিনি সিদ্ধান্তটি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হলেন। অন্যথায় কলকাতায় পার্কিংয়ের হার সত্যিই বেড়ে যেত। এই জনবিরোধী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রাজ্য বিজেপি-র প্রতিবাদ প্রশাসনকে পিছু হটতে বাধ্য করেছে। প্রতিবাদ প্রয়োজন, প্রতিহত করা দরকার।“প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতকেই সায় দিয়ে শুক্রবার রাতে পার্কিং ফি প্রত্যাহার করে কলকাতা পুরসভা। ১ এপ্রিল থেকে বর্ধিত হারে পার্কিং ফি বলবৎ করা হয়েছিল। এক ধাক্কায় বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। সেই সিদ্ধান্তই প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। এখন থেকে ফের পুরনো হারে পার্কিং ফি নেওয়া হবে।

উপাচার্য নিয়োগের আইনে পরিবর্তন আনছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গে সরকারি নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে জটিলতা চলছে। প্রশ্ন ও বিতর্ক উঠছে বার বার। এই অবস্থায় উপাচার্য নিয়োগের আইনে বদল আনছে রাজ্য।

উপাচার্য নিয়োগের জন্য তৈরি করা সন্ধান কমিটিতে এবার তিনজন প্রতিনিধি নয়, থাকবেন পাঁচ সদস্যের সার্চ কমিটি। পুরনো নিয়ম ফিরিয়ে নিয়ে ইউজিসি মনোনীত প্রতিনিধিকে বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের জন্য গঠিত এই কমিটিতে রাখা হচ্ছে। নবান্ন সূত্রে শনিবারের খবর, পয়লা বৈশাখের পরই রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক হবে। সেই বৈঠকেই উপাচার্য নিয়োগের আইনে সন্ধান কমিটিতে বদলানোর জন্য প্রস্তাব পেশ করা হবে।এই প্রস্তাব যাতে অর্ডিন্যান্স আকারে গৃহীত হয় তার জন্য রাজ্য মন্ত্রিসভার অনুমোদন নেওয়া হবে। অনুমোদন নেওয়ার পরেই রাজ্যপালের কাছে পাঠানো হবে অর্ডিন্যান্সের অনুমোদনের জন্য। সেই অর্ডিন্যান্স কার্যকর হলেই উপাচার্য নিয়োগের আইনে বড়সড় বদল আসবে রাজ্যে। সূত্রের খবর, যে পাঁচ সদস্যের সন্ধান কমিটি প্রস্তাবিত আকারে তৈরি করা হয়েছে তাতে ইউজিসির মনোনীত প্রতিনিধি, রাজ্যপালের মনোনীত প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্ট বা সেনেটের মনোনীত প্রতিনিধি, উচ্চ শিক্ষা সংসদের মনোনীত এবং রাজ্যের মনোনীত প্রতিনিধি থাকবেন।

র‍্যালি আগরতলায়

● আটের পাতার পর

সেনানীকেও শ্রদ্ধা ও সম্মাননা ৃাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে ইস্টার্ন কমাণ্ডের থেকে জানানো হয় এই বীর নারীরা ও প্রাক্তন সৈনিকগণ ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে এক অনুপ্রেরণা। তারা দেশের জন্য আত্মত্যাগ করেছেন। অনুষ্ঠানে পরমবীর চক্র পুরস্কারপ্রাপ্ত অনারারি ক্যাপ্টেন যোগেন্দর সিং যাদব হৃদয়স্পর্শী কণ্ঠে কার্গিল যুদ্ধে তার অভি’তার কথা তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ইস্টার্ন কমাণ্ডের পক্ষ থেকে স্কুল ব্যাগ এবং বিদ্যালয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক দেওয়া হয়। যে স্কুল ব্যাগটি ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হয়েছে তা ভারতীয় সেনাবাহিনীর পোশাকের কাপড়ে তৈরি। অনুষ্ঠানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহাকেও সম্মাননা দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রীর হয়ে সম্মাননা গ্রহণ করেন পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা তপন কুমার দাস।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরীকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৮ এপ্রিল।। কল্যাণপুর প্রমোদনগর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে দ্বিতীয়বারের মতো নির্বাচিত হওয়ার পর প্রায় প্রতিদিন সমাজের বিভিন্ন অংশ থেকে সংবর্ধনা পাচ্ছেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। আজ কল্যাণপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সমস্ত প্রকারের স্বাস্থ্য কর্মীদের সার্বিক অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এক অনারম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী কে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এই সংবর্ধনা প্রদান করবে বিধায়ক পীনা গীতার চৌধুরী ছাড়াও অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণপুর হাসপাতালে দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডক্টর সন্দীপ চক্রবর্তী, কল্যাণপুর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সোমেন গোপ, বিশিষ্ট সমাজকর্মী জীবন দেবনাথ পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য প্রমুখরা।

এদিকে সংবর্ধনা প্রদান করে উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে আশা প্রকাশ করা হয় বরাবরের মতোই আগামী দিনে গোটা কল্যাণপুরের স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রে উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে পিনাকী দাস চৌধুরী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।

এদিকে যেভাবে আজ বিভিন্ন স্তরের স্বাস্থ্যকর্মীরা সম্মিলিতভাবে পিনাকী দাস চৌধুরী কে সংবর্ধিত করেছেন তা দেখে অত্যন্ত আপ্লুত হলেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। নিজের আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি স্বাস্থ্যকর্মীরা বিভিন্নভাবে সমাজের সাধারণ মানুষের পাশে যে নিরন্তর ভাবে থাকার চেষ্টা করছেন সেই বিষয়ে ওনাদের সাধুবাদ জানালেন। আগামী দিনে স্বাস্থ্য পরিষেবার মান বজায় রাখতে তথা স্বাস্থ্য কর্মীদের আত্মসামাজিক ব্যবস্থার মান উন্নয়নে বিধায়ক হিসেবে যতটুকু করা যায় তিনি সব রকম ভাবে সাহায্য সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছেন।

বিশালগড়ে বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার উদ্যোগ সামাজিক ন্যায় সপ্তাহ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৮ এপ্রিল।। শাসকদল বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সাতদিন ব্যাপি সামাজিক ন্যায় পাক্ষিক কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কর্মসূচি গ্রহন করা হয়েছে। রাজনীতির পাশাপাশি সামাজিক কাজের মাধ্যমে সমাজে দুঃস্থ মানুষের পাশে থাকা বিজেপি দলের আদর্শ একথা বলেন বিশালগড়ের নবনির্বাচিত বিধায়ক তথা সুশান্ত দেব। হোক সেটা রক্তদান শিবির, অথবা পাঠ্য পুস্তক বিতরণ, অথবা সাফাই কর্মীদের সম্মাননা জানানো। শনিবার বিশালগড় মন্ডল সংখ্যালঘু মোর্চার উদ্যোগে সামাজিক ন্যায় সপ্তাহ এর অঙ্গ হিসেবে উত্তর রাউৎখলায় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পাঠ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।এই কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় বিধান সভার নবনির্বাচিত বিধায়ক সুশান্ত দেব সহ বিশালগড় মন্ডল সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি ফেরদৌস মিয়া সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সুশান্ত দেব বলেন ভারতীয় জনতা পার্টি বরাবরই সামাজিক কাজের মাধ্যমে সমাজ সেবায় লিপ্ত থাকে। সামাজিক ন্যায় পাক্ষিক সপ্তাহ তাঁরই প্রতিফলিত রূপ। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পাঠ্যসামগ্রী বিতরণে এলাকার অভিভাবক ও ছেলেমেয়েদের মধ্যে পড়াশোনার প্রতি আরো আগ্রহ বাড়বে। শিক্ষার প্রসার হলে তবেই সমাজ ও রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব।

এফআইআর

● প্রথম পাতার পর

সংবাদ প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে জানান যে, গৌরনগর ব্লকের অধীনে শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা কমলা বেগমের নামে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় সরকারি ঘর বরাদ্দ হলেও কমলা বেগমের কাছ থেকে নগদ টাকা দাবী করার পর কমলা বেগম টাকা দিতে অস্বীকার করায় কমলা বেগমকে ঘর না দিয়ে সেই ঘরটি টাকার বিনিময়ে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ গ্রামের অন্যকে দিয়ে দেয়।

এর পাশাপাশি টিলাবাজার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা সিরাজুল ইসলাম, আবুল কায়ুম, মায়ারুন বিবি, আসকর আলী, নজরুল আলী এবং সিরাজুল ইসলাম নামে এই ছয়জনের জন্য প্রধানমন্ত্রী ঘর বরাদ্দ হবার পর তাদের কাছ থেকে টাকা দাবী করায় উনারা টাকা দিতে অস্বীকার করায় গ্রামের অন্যদের টাকার বিনিময়ে সরকারি ঘর দেওয়া হয়েছে বলে ইরানি থানার ওসি যতীন্দ্র দাস জানান। এই ঘটনায় শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব হোসেন উদ্দিন এবং টিলাবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব রঞ্জিত কুমার দেবের বিরুদ্ধে ইরানি থানায় লিখিত মামলা করেন গৌরনগর ব্লকের বিডিও রামেশ্বর চক্রবর্তী। একইভাবে লক্ষীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা ছায়া দাশ, রতিশ দাশ, আব্দুল রফিক, মীনা বেগম এবং নেশারুন বিবি এই ৫জনের নামে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় সরকারি ঘর বরাদ্দ হবার পর তাদের কাছ থেকে টাকা দাবী করায় উনারা টাকা দিতে অস্বীকার করায় লক্ষীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ টাকার বিনিময়ে গ্রামের অন্যদের দিয়ে দেয়। এরফলে লক্ষীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব আব্দুল গোফফারের বিরুদ্ধে কৈলাসহর থানায় লিখিত মামলা করেন গৌরনগর ব্লকের বিডিও রামেশ্বর চক্রবর্তী।

উল্লেখ্য, গত অর্থ বছরের অর্থাৎ ২০২১-২০২২সালে এই দুর্নীতি সংঘটিত হয়েছে বলে জানা যায়। পুলিশ সঠিক তদন্ত করলে এই তিন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সরকারি ঘর বন্টনে আরও অনেক বেশি দুর্নীতি হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা। এবং এই দুর্নীতির সাথে শুধুমাত্র পঞ্চায়েত সচিব নয়, পঞ্চায়েত সচিবের পাশাপাশি গৌরনগর ব্লকের কর্মীরা সহ আরও অনেকে জড়িত রয়েছে। এখন দেখার বিষয় পুলিশের তদন্তে কি বেরিয়ে আসে। তবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা থানায় মামলাটি রেজিস্ট্রি না করার জন্য বিভিন্ন ভাবে চেস্টা করে যাচ্ছেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়। যদিও সাত এপ্রিল বিকেল অব্দি দুই থানায় মামলাটি রেজিস্ট্রি হয় নি। তাছাড়া এই ব্যাপারে ইরানি থানার ওসি যতীন্দ্র দাস সংবাদ প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে প্রকাশ্যে বাইট দিলেও এব্যাপারে কৈলাসহর থানার ওসি কোনো ধরনের মন্তব্য প্রকাশ্যে করেন নি।

সাথে ধস্তাধস্তি

● প্রথম পাতার পর

নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস বিজেপি পরিচালিত সরকারের মদতেই মাথা চাড়া দিয়েছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, বিরোধী দলের কর্মী সর্মথকদের বাড়ি ঘরে আক্রমন চালাছে বিজেপি মদতপুষ্ট দুষ্কৃতিকারীরা। গোটা রাজ্যে সন্ত্রাসের বাতাবরণ সৃষ্টি করে যাচ্ছে। তাতে, মানুষ গনতান্ত্রিক অধিকার হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন।আশীষ কুমার সাহা আরও বলেন, সরকার অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক মনোভাব নিয়ে বিরোধীদের দাবিয়ে রাখার চেষ্টা চালালেও তাতে কোনো লাভ হবে না। দেশের অর্থনীতিকে বিজেপি সরকার পঙ্গু করে দিচ্ছে, তা নিয়ে রাহুল গান্ধী মুখ খোলতে না পারে সে জন্যই ষড়যন্ত্র করে সাংসদ পদ খারিজ করা হয়েছে বলে দাবি আশীষ কুমার সাহার।এ-বিষয়ে সদর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অজয় কুমার দাস বলেন, কংগ্রেসের মিছিলের অনুমতি ছিল না। তবুও তাঁরা মিছিল নিয়ে এগিয়ে যেতে চেয়েছে। তাঁদের ফিরে যাওয়ার আবেদন জানানো হয়েছিল। কিন্তু, পুলিশের আবেদনে সাড়া দেওয়ার বদলে তাঁরা বলপূর্বক মিছিল নিয়ে এগিয়ে যেতে চাইছিলেন। তাই, তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে, জানান তিনি।

চালক

● প্রথম পাতার পর

তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে গেছে। কিন্তু হাসপাতালের কর্ত্যবরত চিকিৎসক তাঁর অবস্থা আশঙ্কা জনক দেখে তাঁকে জি বি হাসপাতালে স্থানান্তর করেছেন।পুলিশ জানিয়েছে, আহত গাড়ির চালক উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা এবং তাঁর নাম স্বদবান কুমার সিং(৪২)। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে আছে।

সরকারি অর্থে তৃণমূলের সভা প্রমাণ দাখিল করে তোপ শুভেন্দুর

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : রাজ্যের সরকারি অর্থে গত ২৯ ও ৩০ মার্চ তৃণমূলের সভা হয়েছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাস্থল পরিস্কার দলের তরফে না করে সরাকরি কোষাগারের অর্থে করা হয়েছে। শনিবার প্রমাণ দাখিল করে এ ব্যাপারে টুইটারে তোপ দাগলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

শুভেন্দুবাবু লিখেছেন, “পশ্চিমবঙ্গে সংবিধান সম্মত সরকার চলছে? নাকি পিসি ভাইপোর জমিদারি? শহিদ মিনার চত্বরে ২৯শে মার্চ তৃণমূলের সভার অনুমতি সংক্রান্ত মামলায় ভাইপোর উকিল মহমান্য বিচারপতি কে আশ্বস্ত করেন যে সভার পরে মাঠ পরিষ্কার করে দেবেন তাঁর মক্কেল।পূর্ত দফতর কেন টেন্ডার আহ্বান করলো মাঠ পরিষ্কার করার?”

অপর টুইটারে বিরোধী দলনেতা লিখেছেন, “পিসি দিব্যি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ধর্নায় বসবেন বলে পূর্ত দফতর কে দিয়ে ধর্না মঞ্চ বানিয়ে ফেললেন। তারপরে তৃণমূলের প্রতীক মঞ্চে সেঁটে বসে পড়লেন ধর্নায় ! সংবাদমাধ্যম যখন প্রশ্ন তুললো যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নাম গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না কেন? বললেন যে সরকারের না এটা দলের মঞ্চ !”

তৃতীয় টুইটে শুভেন্দুবাবু লিখেছেন, “পূর্ত দফতর কি কোনো রাজনৈতিক দলের সভায় অর্থ ব্যয় করতে পারে? সরকারী টাকা পশ্চিমবঙ্গের জনগণের উন্নয়নের স্বার্থে ব্যবহার হবে নাকি পিসি ভাইপোর খেয়ালখুশি মতো দলীয় প্রয়োজনে ব্যবহার হবে? এসএসসি-র চাকরি বিক্রি, কয়লা, গরু, বালি পাচারের টাকা কম পড়েছে? সরকারি কোষাগারের দিকে নজর কেন?”

এই সঙ্গে শুভেন্দুবাবু হাইকোর্টে সংশ্লিষ্ট মামলার নথি এবং সভাস্থল পরিস্কারের জন্য পূর্ত দফতরের দাখিল করা সরকারি টেণ্ডারের নথি ও একটি ভিডিও টুইটারে যুক্ত করেছেন। ভিডিওতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, “আমি সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারপার্সন। এই সরকার সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের। এই সভা আমরা রাজ্য সরকারের তরফে না করে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে করছি। কারণ, আপনারা আমাদের দলের প্রতীকটা দেখতে পারছেন। আমি ডাবল ডিউটি পালন করছি। বিজেপি-র মত সরকারি টাকা খরচ করে দলের সভা করি না।”

বঙ্গের তৃণমূল

● প্রথম পাতার পর

তারা অনেক গোলমাল করেছে কিন্তু ভোটের ফলাফলের পরে সব পরিস্কার হয়ে গিয়েছে। এবার তাদের ভোট ভাগ ত্রিপুরার আঞ্চলিক দল তিপ্রা মথার চেয়েও কম ছিল। ভোটের সহিংসতার বিষয়ে, ডাঃ সাহা বলেছেন, ত্রিপুরায় আমরা বৈজ্ঞানিক কারচুপির কথা শুনে থাকি যা সিপিআইএম দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। এবার আমরা দলের প্রতিটি কর্মীকে কোনো ধরনের রাজনৈতিক সহিংসতা বা অনৈতিক কর্মকাণ্ডে না জড়ানোর নির্দেশ দিয়েছি এবং বিরোধী দলগুলো বলেছে যে তারা নির্বাচনে খুশি। নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর বিরোধী দলগুলো কিছু ষড়যন্ত্রকারীর যোগসাজশে ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করে। তবে, আমরা এটি কার্যকরভাবে মোকাবেলা করি। পুলিশকে অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মুক্ত হাত দেওয়া হয়েছিল।

বাংলায় বিজেপির উজ্জ্বল ভবিষ্যত রয়েছে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা অবশ্যই সমস্ত প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠব এবং ত্রিপুরার সাথে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা একদিন বাংলাকেও স্বাধীন করবে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য তার বক্তৃতায় বঙ্গীয় বিজেপিকে নির্বাচনের সময় সব ধরনের সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ জানান। রাজ্যে টানা দ্বিতীয় মেয়াদে দলের জয়ের জন্য বঙ্গীয় বিজেপির পক্ষ থেকে উভয় রাজ্য নেতাকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গ বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, বিজেপি নেতা অগ্নিমিত্র পাল প্রমুখ।

আটক চোর

● প্রথম পাতার পর

বসে পুলিশ। সদর মহাকুমার পুলিশ যথারীতি রাতের বেলা টহলদারিতে পা বাড়াতে শুরু করে। শুক্রবার রাতে শহরে টহল দেওয়ার সময় আগরতলা প্রেস ক্লাবে ভেতর এক যুবককে দেখে সন্দেহ হয় পুলিশের। কিছুক্ষণের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় সে প্রেস ক্লাবের ভেতর থেকে একটি ক্যাশ বাক্স এবং অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে বের হচ্ছে। সাথে সাথে সেই যুবককে আটক করে প্রেস ক্লাবের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়।

এদিকে খবর পেয়ে ছুটে আসে এলাকাবাসী। তারপর তাকে উত্তম মাধ্যম দিয়ে জানতে পারে তার বাড়ি জিরানিয়া কলাবাগান এলাকায়। বর্তমানে সে নলছড় এলাকায় থাকে। নাম বাপন সরকার। পুলিশ তার বিরুদ্ধে চুরির মামলা হাতে নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মামলা

● প্রথম পাতার পর

এদিকে পরিবারটি নিরাপত্তা নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসনের কাছে দাবি জানানো হয়েছে।

হত্যার চেষ্টা

● প্রথম পাতার পর

ফাঁড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলেই পুলিশ জানায়। তিনি ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত দাবি জানান এবং অবিলম্বে ভক্ত দেকে গ্রেপ্তার দাবি জানান।

চন্দ্রকোনায় নিজের বাড়িতে উদ্ধার তৃণমূল নেতার রক্তাক্ত দেহ

পশ্চিম মেদিনীপুর, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : শনিবার সকালে নিজের বাড়িতেই এক তৃণমূল নেতার গলাকাটা রক্তাক্ত দেহ মিলল। পরিবার ও স্থানীয়দের দাবি, খুন করা হয়েছে তৃণমূলের ওই প্রাক্তন বুথ সভাপতিকে। তাঁদের দাবি, তদন্ত করে অবিলম্বে খুনিদের গ্রেফতার করতে হবে।

পুলিশ দেহ উদ্ধার করতে এসে স্থানীয়দের বিক্ষোভের মুখে পড়ে। দেহ নিয়ে যেতে বাধা দেওয়া হয়। মৃতের পরিবারের সদস্যরা এবং তৃণমূল কর্মীরা বলেন, “পুলিশ কুকুর এনে সঠিক তদন্ত করে আগে দোষীদের গ্রেফতার করুক, তারপরে মৃতদেহ ছাড়া হবে।”

ঘটনাটি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা ১ নম্বর ব্লকের পুড়শুড়ি গ্রামের। এদিন সকাল ১০টা নাগাদ বটকৃষ্ণের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয় নিজের বাড়ি থেকে। স্থানীয় সূত্রের খবর, পুরোনো মাটির বাড়ির অদূরেই বটকৃষ্ণ একটি পাকা বাড়ি বানিয়েছিলেন। সেই পাকা বাড়িতেই তিনি একা থাকতেন। শুক্রবার রাতে যথারীতি ওই বাড়িতেই যান বটকৃষ্ণ।

এদিন সকালে ডাকাডাকি করলেও তাঁর কোনও সাড়া মেলেনি। পরে দরজা ভেঙে ভিতরে দেখা যায়, বটকৃষ্ণের গলাকাটা দেহ পড়ে রয়েছে। ঘরের মেঝে রক্তে ভেসে যাচ্ছে। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। বিশাল পুলিশবাহিনী আসে। পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান পরিবারের লোকজন ও স্থানীয়রা। পুলিশ কুকুর না আনা পর্যন্ত মৃতদেহ ছাড়া হবে না তাঁরা বলে হুঁশিয়ারি দেন। পদস্থ পুলিশকর্তাদের হস্তক্ষেপে দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়।

তৃণমূলের জেলা কো-“অর্ডিনেটর অজিত মাইতির বলেন, বটকৃষ্ণ পাল আমাদের স্থানীয় প্রাক্তন বুথ সভাপতি। সম্প্রতি ওর সঙ্গে সিপিএমের নেতাকর্মীদের একটা গন্ডগোল হয়েছিল। তবে আমরা এখনই কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করছি না। কারও নামও বলছি না। পুলিশের উপর আমাদের ভরসা রয়েছে। আমরা চাই পুলিশ দ্রুত তদন্ত করে দোষীদের গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তি দিক।”

কলকাতা থেকে বারাণসী, গঙ্গার বিভিন্ন ঘাটে জেটি তৈরি করবে কেন্দ্রীয় সরকার

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : কলকাতা থেকে বারাণসী পর্যন্ত জল বিহারে নদী পথের বিভিন্ন স্থানে জেটি তৈরি করবে কেন্দ্রীয় সরকার। এক জেটি থেকে অন্য জেটিতে জলপথকে আরও সুগম করতে স্থানীয় স্তরে বিভিন্ন রুটের ফেরি পরিষেবাও চালু করা হবে।

শনিবার কেন্দ্রীয় সরকারের এই পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন জাহাজ ও জলপথ মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। তিনি বলেন, জলপথ পরিবহণকে মানুষের কাছে আকর্ষণীয় করে গড়ে তুলতে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এর জন্য আলাদা তহবিলও তৈরি করা হয়েছে। জলপথের পরিকাঠামোকে আরও ঢেলে সাজাতে বিশেষ নজর দিয়েছে কেন্দ্র।

মন্ত্রী বলেন, মেরিন পাঠ্যক্রম একটি দীর্ঘমেয়াদী কোর্স। বাংলার ছেলেমেয়েরা এটি পড়তে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেন না। সারা দেশের নটি সমুদ্র সীমান্তবর্তী রাজ্যের ছেলেমেয়েদের এটি পড়তে বেশি লক্ষ্য করা যায়। এই পাঠ্যক্রম পড়লে ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পড়ুয়ারা পিছিয়ে থাকবে কেন? তাই বাংলার ছেলেমেয়েরা যাতে এই কোর্স বেশি করে আগ্রহ দেখায় তার জন্য সরকারকে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে।

শনিবার ইন্ডিয়ান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির বাৎসরিক অনুষ্ঠান ছিল। ২০১৯-২০২৩ শিক্ষাবর্ষের মেরিন পাঠ্যক্রমের ২২৭ জন ছাত্রছাত্রী পাশ করেন। তাঁদের মেধা ভিত্তিক শংসাপত্র সার্টিফিকেট ও বিভিন্ন ধরনের স্মারক তুলে দেন মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। অডিটোরিয়ামে মূল অনুষ্ঠান শুরুর আগে ছাত্রছাত্রীরা কুচকাওয়াজের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীকে স্বাগত জানান।

“ইডি-সিবিআই দিয়ে সরকার চলছে“, সভায় কেন্দ্রকে তোপ অভিষেকের

আলিপুরদুয়ার, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : কথায় কথায় ইডি-সিবিআই দেখানো হয়। ইডি-সিবিআই দিয়ে সরকার চলছে। শনিবার এই ভাষাতেই কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে নিশানা করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ’তৃণমূল চোরদের আগলে রাখে না। দুর্নীতিগ্রস্তদের জেলে ঢোকান। বিরোধিতা করব না। কিন্তু বাংলায় মুখ থুবড়ে পড়েছে বিজেপি। বাংলা ধাক্কা খেয়েছে বলে বকেটে আটকে রেখেছে। রাস্তা থেকে পানীয় জল, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, বাংলার উন্নয়নে কী করেননি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? বিরোধী দলনেতা কেন্দ্রকে চিঠি দিয়ে বাংলার টাকা আটকে রেখেছেন। বিজেপি-কে এর জবাব দিতে হবে।’

নাম না করে এ দিন শুভেন্দু অধিকারীকেও নিশানা করেন অভিষেক। বলেন, ’খাইয়ে, পরিয়ে, লালন করে যাকে করলাম, সে আর মানুষ নয়। কালসাপ। সুযোগ পেয়ে আপনাকেই ছোবল মারছে। এদের যোগ্য দেবেন কিনা? এমন কোনও দল দেখেছেন, যে দলের মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদ, বিরোধী দলনেতারা চিঠি লিখে কেন্দ্রকে বলছেন যে বাংলার মানুষের টাকা আটকে রাখুন। সারা ভারতে এমন নেতা খুঁজে পাবেন না।”

অভিষেক বলেন, “বাংলার বিরোধী দলনেতা রাজ্যের মানুষের অধিকারের টাকা বন্ধ করে দিতে বলছেন। মানুষের অধিকারের টাকা কখন বন্ধ করেন? যখন মানুষকে দুর্বল ভাবা হয়। আগামী দিনে এর বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। এক কোটি সই আমাকে দিন। দিল্লি থেকে বকেয়া টাকা ছিনিয়ে আনব আমি।’

“পুলিশ না থাকলে তৃণমূলকে খুঁজে পাওয়া যাবে না”, ময়নায় হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

পূর্ব মেদিনীপুর, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : ”পুলিশ না থাকলে তৃণমূলকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, বাকচার খাল পেরিয়ে পালাতে হবে।” ময়নার সভায় শনিবার এই ভাষাতেই হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এই সঙ্গে, সভা থেকে ফের ‘নো ভোট টু মমতা’ স্লোগান দেন শুভেন্দুবাবু।

তিনি এদিন আক্রমণ শানিয়ে বলেন, ”মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়েছি। কিন্তু একটা কাজ একার দ্বারা হবে না। রাজ্যজুড়ে লুঠ চলছে, জঙ্গলরাজ কায়েম হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে।”

বিরোধী দলনেতা এদিন ভোট পরবর্তী হিংসার ইস্যু ছুঁয়ে বলেন, ”২০২১ থেকে একের পর এক মামলা হয়েছে বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে। ঘরছাড়া বহু বিজেপি পরিবার অন্যত্র বাস করছে। এই জন্যই কি ২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মানুষ ভোট দিয়েছিল?” এদিন প্রশ্ন তোলেন শুভেন্দু।

প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন ধরেই চন্দ্রকোনা থেকে শুরু করে বর্ধমানে কৃষকদের সঙ্গে মিছিলের পর সভা করে বারংবাং একটাই বার্তা দিচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী। তা হল ”নো ভোট টু মমতা।” কখনও টি-শার্টে ”নো ভোট টু মমতা” লিখে, কখনও শুধুই মুখে বলে আক্রমণ করছেন তিনি। সামনে পঞ্চায়েত ভোট।

এদিকে তৃণূলের পাখির চোখ দিল্লি। কারণ বছর পেরোলেই চব্বিশের লোকসভা ভোট। তবুও আক্রমণে অটুট বিরোধী দলনেতা। ”নো ভোট টু মমতা” বলে কখনও এনআরসি, কখনও সাগরদিঘি, কখনও কৃষি ইস্যু, আবার নিয়োগ দুর্নীতি ইস্যু নিয়ে তোপ দেগে তিনি ওই স্লোগান দিচ্ছেন। আর এহেন দিনেই অন্যদিকে আলিপুরদুয়ারে ঝড় তুললেন অভিষেকও।

াঙ্গন

গন্ডাছড়া, এল.টি.ভি ও অমরপুর জয় দিয়ে সূচনা রাজ্য ক্রিকেটে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। জয় দিয়ে দারুন সূচনা করেছে গন্ডাছড়া, লংতরাইভ্যালি এবং অমরপুর। গন্ডাছড়া হারিয়েছে কাঞ্চনপুরকে ১৬৪ রানের বিশাল ব্যবধানে। কৈলাশহরের আর.কে আই স্কুল গ্রাউন্ডে ম্যাচ। টস জিতে গন্ডাছড়া প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে নির্ধারিত ৪৫ ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে ২৫৯ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে রাজেশ বর্ধনের অপরাজিত ৬৫ রান এবং যশোয়া রিয়াংয়ের ৬৩ রান উল্লেখযোগ্য। জবাবে ব্যাট করতে নেমে কাঞ্চনপুর ২৬ ওভার খেলে ৯৫ রানেই ইনিংস গুটিয়ে নেয়। বিজয়ী দলের রাজেশ দেববর্মা ১১ রানে চারটি উইকেট তুলে নিয়ে প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচের খেতাবও পায়।

কৈলাশহরের আর কে এম স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত খেলায় লংতরাইভ্যালি চার রানে রুদ্ধশ্বাস জয় পেয়েছে।

টস জিতে লংতরাইভ্যালি প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ৪৫ ওভারে ৩ উইকেটে ২৭১ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে সুরজ গুরুং ৮৬ বল খেলে ১৩ টি বাউন্ডারি ও পাঁচটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে অপরাজিত থেকে ১১৪ রান সংগ্রহ করে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। এছাড়া অর্ঘ্যদীপ চৌধুরীর ৬৭ রানও উল্লেখ করার মতো।

জবাবে কমলপুর সমান্তরালে খেলে আট উইকেট হারিয়ে ২৬৭ রান সংগ্রহ করলে সীমিত ৪৫ ওভার শেষ হয়ে যায়। অভ্রজিত দাস ১০৯ রান পেলেও অন্যদের কেউ আরও একটু সফল হলেই ম্যাচের ফলাফল অন্যরকম হতো। মেলাঘরে শহিদ কাজল স্মৃতি ময়দানে অনুষ্ঠিত সি-গ্রুপের খেলায় অমরপুর ৭৫ রানের ব্যবধানে আমবাসাকে পরাজিত করেছে।

টস জিতে অমরপুর প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে ১৪৭ রানে ইনিংস শেষ করলে জবাবে আমবাসার ইনিংস গুটিয়ে যায় ৭২ রানে। বিজয়ী দলের সৈকত ভৌমিক অর্ধশতক পেলেও সতীর্থ সুব্রত চক্রবর্তী পাঁচ রানে চারটি উইকেট তুলে নিয়ে দলকে জয়ী করার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাবও পায়।

ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে জয় অব্যাহত স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের

সংহতি-১০২/৬ স্ফুলিঙ্গ-১০৩/৩

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। প্রতিপক্ষ কোনও দলই বেকায়দায় ফেলতে পারছে না দীপক ভাটনগরের দলকে। মরশুমের একমাত্র দল হিসাবে এখনও অপরাজিত রয়েছে। শনিবার দুপুরে এম বি বি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে স্ফুলিঙ্গ ৭ উইকেটে পরাজিত করে সংহতি ক্লাবকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে সংহতি নির্ধারিত ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১০২ রান করে। দলের পক্ষে অভিজিৎ দে ৩৯ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪০,সঞ্জয় মজুমদার ১২ বল খেলে ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করেন। স্ফুলিঙ্গের পক্ষে সানি সিং (২/১৩) এবং চিরঞ্জীৎ পাল (২/২৭) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে স্ফুলিঙ্গ১২.১ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে শ্রীদাম পাল ২০ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪১, জয়দীপ বনিক ২৩ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১ এবং বিক্রম কুমার দাস ১৬ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ রান করেন। সংহতির পক্ষে অভিজিৎ দে (২/২১) সফল বোলার।

অনূর্ধ-১৫ রাজ্য ক্রিকেটে জয় দিয়ে শুরু বিশালগড়, মোহনপুরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। জয় দিয়ে শুরু করলো বিশালগড়। তেলিয়ামুড়া কে ৩৮ রানে হারিয়ে। মোহনপুর ও পিছিয়ে নেই। খোয়াইকে চার উইকেটে হারিয়ে দারুন সূচনা মোহনপুর দলেরও। রাজ্য অনূর্ধ-১৫ ক্রিকেটে। নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে শনিবার হয় ম্যাচটি। তাতে খোয়াই-এর গড়া ১৮১ রানের জবাবে মোহনপুর ৬ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। বিজয়ী দলের ইস্ট দেবনাথের ৩৭ ও অন্তরীপ সাহার ৩৫ এবং বিজীত দলের অনিকেত মোদক ৩৬ রান করে। এদিন সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে খোয়াই মহকুমা ৪৩.৪ ওভারে সব কটি উইকেট হারিয়ে ১৮১ রান করে। মোহনপুরের পক্ষে অমৃত দেব (৩/১৩) ও পিনাক দেব (২/২৯) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে অধিনায়ক ইষ্ট এবং অন্তরীপের দায়িত্বপূর্ণ ব্যাটিং এর সঙ্গে অতিরিক্ত ৪৪ রান পেয়ে ৩৭ ওভার খেলে ৬ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। খোয়াইয়ের পক্ষে বিশাল নম দাস (২/৩৬) সফল বোলার। বিজয়ী দলের পিনাক দেব প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাব পেয়েছে। এদিকে, মোহনপুর স্কুল গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত খেলায় বিশালগড় ৩৮ রানের ব্যবধানে তেলিয়ামুড়াকে পরাজিত করেছে। শুরুতে টস জিতে বিশালগড় প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয় নির্ধারিত ৪৫ ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ২২৪ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে শুভজিৎ দাসের ৯৫ রান ও সিদ্ধার্থ দেবনাথ এর ৪০ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। তেলিয়ামুড়ার তাইসান দেববর্মা ৩১ রানে দুটি উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে তেলিয়ামুড়া ৮ উইকেট হারিয়ে ১৮৬ রান সংগ্রহ করতেই নির্ধারিত ৪৫ ওভার ফুরিয়ে যায়। দলের পক্ষে নবজিৎ কর অপরাজিত থেকে ৮৪ রান সংগ্রহ করলেও অন্যদের ব্যর্থতায় শেষ রক্ষা হয়নি। বিশালগড়ের হৃদয় নম: ও ঈশ্বরজিত নাগ দুটি করে উইকেট পেয়েছে। বিজয়ী দলের শুভজিৎ দাস পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাব।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO; 01/EE/KLSD/2023-24 dated 05.04.2023

The Executive Engineer, Kallashahar Division, PWD(R&B), Kallashahar, Unakoti District, Tripura inviteson behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterpriseand eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M..on 25.04.2023 for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	DNIeTNo: 01/CE/PWD(R&B)/SE(P&DU)/2022-23,(2nd Call)	Rs.3,26,85,877.00	Rs. 4,53,717.00	24 Months	Up to 15.00 Hrs on 25.04.2023	At16.00Hrs on 25.04.2023	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	DNIeTNo:142/CE/PWD(R&B)/SE (P&DU)/2022-23	Rs. 2,87,49,145.00	Rs. 5,74,983.00	360 Days	Up to 15.00 Hrs on 25.04.2023	At16.00Hrs on 25.04.2023		

For details visit website hitps:/tripuratendersgovin and for any enquiry, please contact by e-mail to eeklspwd@yahoo.in

ICA/C-089/23

Executive Engineer
Kallashahar Division, PWD(R&.),
Kallashahar, Unakoli District, Tripura.

// NOTICE INVITING TENDER //

On behalf of the Governor of Tripura, the undersigned invites fresh applications for tender/ quotation from reputed registered suppliers/ authorized dealers/ manufactures for supply of Store articles like Expendable, Utensil, Miscellaneous, Sports, Electric. goods, Band equipments, Tentage items Stationery store items, MT Spare parts, Tyre re-treading, Body builders for repairing works of this Unit vehicles and vehicles hoods, F.I.P job works, welding articles, Generator spare parts, Signal store items, Medicine and Medical equipments belonging to 8" Bn TSR (IR-III), Lalcherra, Dhalai, Tripura for the year 2023-2024.

02. Terms & Condition along with relevant details etc. will be distributed from the Office of the Commandant, 8" Battalion TSR (IR-II), Lalcherra, Dhalai Tripura up to 13.04.2023 during office hours from date of publication in papers. Interested suppliers/delears/workshops are requested to collect the tender form with a prayer on cash payment of Rs.200/- (Rupees two hundred) only being the cost of tender form. The tender notice can also be seen at website www.tripura.govt.in.

03. The sealed cover containing quotation should reach to the office of the undersigned on or before 27.04.2023 at 1800 hrs. The tender box will be opened on 28.04.2023 at 1100 hrs by the committee in presence of interested tenderer(s) or their representatives.

ICA/C-084/23

(Dilip Roy)
Commandant
8th Battalion TSR (IR-III)

ধর্মনগরের ক্রিকেট ফাইনাল স্থগিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। স্থগিত রাখা হলো ফাইনাল ম্যাচ। অনিবার্য কারন বশতঃ। মালাবতি প্রথম ডিভিশন লিগ ক্রিকেটের ফাইনাল ম্যাচ, আজ শনিবার হওয়ার কথা ছিলো। তাতে মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিলো সেন্ট্রাল রোড ক্রিকেট কোচিং সেন্টার এবং এন এস সরণী। আগামীদিনে ফাইনাল ম্যাচের দিনক্ষণ পুনরায় জানিয়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মহকুমা ক্রিকেট সংস্থার সচিব শেখর সিনহা।

প্রাইজমানি রেটিং দাবা শুরু আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। রেটিং দাবা প্রতিযোগিতা শুরু আগামীকাল। চলবে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত। এন এস আর সি সি-র দাবা হলঘরে হবে আসর। রাজ্য দাবা সংস্থার উদ্যোগে প্রথমবর্ষ ওই আসরের মোট প্রাইজমানি ৩৩ হাজার টাকা। প্রতিদিন দুই রাউন্ড করে হবে খেলা। আজ সকাল সাড়ে ১০ টায় হবে প্রথম রাউন্ডের খেলা। জানা গেছে, প্রায় ৭০ জন দাবাড়ু আসরে অংশ নিয়েছে।

আইপিএল ছেড়ে বিয়ে করতে অস্ট্রেলিয়ায় যাচ্ছেন মিচেল মার্শ

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল(হি.স.) : কোটিপতি লিগ আইপিএল খেলার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও টুর্নামেন্টে মাত্র দুই ম্যাচ খেলে আইপিএল ছেড়ে দেশে ফিরে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে যাচ্ছেন দিল্লি ক্যাপিটালসের অস্ট্রেলিয়ান তারকা অলরাউন্ডার মিচেল মার্শ।

লখনউ সুপার জায়ান্টস এবং গুজরাট টাইটান্সের বিপক্ষে প্রথম দুই ম্যাচে একাদশে ছিলেন মার্শ। দিল্লির বোলিং কোচ জেমস হোপস বলেছেন, মার্শকে আমরা পরের কয়েকটা ম্যাচে পাব না, ও বিয়ে করতে অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে গেছে। মিচেলের জীবনের নতুন ইনিংসের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছে দিল্লি।

সাড়ে ছয় কোটি টাকায় কেনা এই তারকা ক্রিকেটার আগামী কয়েকটি ম্যাচে দিল্লির হয়ে খেলতে পারবেন না।

অনূর্ধ-১৫ রাজ্য ক্রিকেটে জয় দিয়ে শুরু শান্তিরবাজার, সোনামুড়ার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। জয় দিয়ে রাজ্য আসর শুরু করলো সোনামুড়া মহকুমা। সাব্রুম স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে সোনামুড়া মহকুমা ৬ উইকেটে পরাজিত করে বিলোনিয়া মহকুমাকে। রাজ্য অনূর্ধ-১৫ ক্রিকেটে। শনিবার সকালে আসরের উদ্বোধনী দিনে বিলোনিয়া মহকুমা টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে মাত্র ৯৩ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে অদ্রিত মজুমদার ৩০ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ এবং তপন ঘোষ ২৪ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করে। দল অতিরিক্ত কাতে পায় ২২ রান। সোনামুড়ার পক্ষে মহ: জুয়েল হুসেন, সাগর দাস, তনবীর সোহেল, রাইহান আহমেদ এবং আবু বক্কর চৌধুরি দুটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে খেলতে নেমে সোনামুড়া ২৪.২ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে জযের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে রাইহান আহমেদ ২৪ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪২ রানে অপরাজিত থেকে যায়। এছাড়া আবু বক্কর চৌধুরি ৪৩ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮ রান করে। বিলোনিয়ার পক্ষে কৌশিক নম: (২/১৬) সফল বোলার। এদিকে বাইখোড়া মাঠে অপর ম্যাচে দাপটের সঙ্গে খেলে শান্তিরবাজার মহকুমা ৬ উইকেটে পরাজিত করে সাব্রুম মহকুমাকে। টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে সাব্রুম ১৪৭ রান করে। দলের পক্ষে সুরজ দাস ৪৫ এবং জয়দেব মালাকার ১৯ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৪৩ রান। শান্তিরবাজারের আয়ুষ দেবনাথ, দীপায়ন রায় এবং সৌরভ দেবনাথ দুটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে খেলতে নেমে ৭৩ বল বাকি থাকতে ৪ উইকেট হারিয়ে জযের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় শান্তিরবাজার মহকুমা। দলের পক্ষে শায়ন নম: ৬২ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও ১টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৫ রানে এবং নীহার রিয়াং ১১ বল খেলে ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ রানে অপরাজিত থেকে যায়। এছাড়া দলের পক্ষে অমন দেবনাথ করে ২৯ রান।

টি-২০ ক্রিকেটে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে জেসিসি-র কাছে ফ্রেন্ডসের পরাজয়

জে সি সি-১৩৬ ইউ: ফ্রেন্ডস-১৩১/৯

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। হোঁচট খেলো ইউনাটেড ফ্রেন্ডস। লড়াই করে হারলো জেসি সি-র বিরুদ্ধে। বিফলে গেলো অর্জুন দেবনাথের লড়াকু ইনিংস। শনিবার বিকেলে নরসিংগড় পুলিস ট্রেনিং আকাদেমি মাঠে অনুষ্ঠিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে। ম্যাচে জে সি সি জয়লাভ করে ৫ রানে। দুপুরে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে ইউনাটেড ফ্রেন্ডসের বোলারদের সাড়াশি আক্রমণের মুখে ১৩৬ রান করতে সক্ষম হয় জে সি সি। মিডল অর্ডারে রিমন সাহা এবং অভয় দ্বিভেদী প্রতিরোধ গড়ে তুলে দলকে শতরানের গন্ডি পার করাতে মুখ্য ভূমিকা নেন। অভয় ৩৩ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৫, রিমন ২৩ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৩, নিরুপম সেন ২২ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪ এবং বিপীন কুমার শর্মা ১৮ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করেন।

ইউনাটেড ফ্রেন্ডসের পক্ষে দীপক ক্ষত্রী (২/১৭) এবং পারভেজ সুলতান (২/২৪) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে জে সি সি-র বোলারদের সাড়াশি আক্রমণে শুরু থেকে নড়বড়ে হয়ে যায় ইউনাটেড ফ্রেন্ডসের ইনিংস। শেষ দিকে অর্জুন দেবনাথ দুরন্ত লড়াই করলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট ছিলো না। ইউনাটেড ফ্রেন্ডস শেষ পর্যন্ত ১৩১ রান করতে সক্ষম হয়।

দলের পক্ষে অর্জুন দেবনাথ ২৩ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ৬ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৯ (অপ:), সেন্টু সরকার ১২ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১ এবং স্বরূপ পাল ১৮ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করেন। জে সি সি-র পক্ষে বিপীন কুমার শর্মা(৪/১৮) সফল বোলার।

সমীরন স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে প্রথম জয়ের চলমান সংঘের

চলমান- ১৬০/৯ ইউ বি এস টি-৬০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। সহজেই জয় পেলো কোনাবনের বেশীরভাগ ক্রিকেটারদের নিয়ে গড়া চলমান সঙ্ঘ। পরাজিত করলো ইউ বি এস টি কে।

সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে। শনিবার পুলিস ট্রেনিং আকাদেমি মাঠে চলমান সঙ্ঘ ১০০ রানে পরাজিত করে ইউ বি এস টি কে। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে চলমান সঙ্ঘ নির্ধারিত ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৬০ রান করে। দলের পক্ষে দলনায়ক লক্ষ্মণ পাল ২২ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৩, ওপেনার তন্ময় দাস ৩৯ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪২, কৃষ্ণধন নম: ১৮ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ এবং আরমান হুসেন ১৪ বল খেলে ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২০ রান। ইউ বি এস টি-র পক্ষে কৃষ্ণ কমল আচার্য (২/২৭) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে কৃষ্ণধন নম: (৪/৮) ভেলকির সামনে মাথা তুলে দাড়াতে পারেননি ইউ বি এস টি-র ব্যাটসম্যান-রা। দল ১৪.৫ ওভারে মাত্র ৬০ রানে গুটিয়ে যায়। দলের পক্ষে প্রণব দাস ১৩ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ এবং মনোজিৎ দাস ১৩ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। চলমানের পক্ষে কৃষ্ণধড় ছাড়া জয়দেব দেব (২/১২) এবং রাজীব সাহা (২/১৪) সফল বোলার।

গার্লস ক্রিকেটে নন্দননগরকে হারিয়ে প্রথম জয় আসাম রাইফেলসের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। প্রথম জয় পেলো আসাম রাইফেলস স্কুল।

৮ রানে পরাজিত করে নন্দনগর স্কুল দলকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত প্রথমবর্ষ পশ্চিম জেলা আন্ত: স্কুল বালিকাদের টি-২০ ক্রিকেটে। ড: বি আর আম্বেদকর স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে আসাম রাইফেলস স্কুলকে জয় এনে দিতে মূখ্য ভূমিকা নেয় সুশ্মিতা বসাক। প্রথমে ব্যাট হাতে ৪৪ রান করার পর বল হাতে ৩ উইকেট পায় সুশ্মিতা। শনিবার দুপুরে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে আসাম রাইফেলস স্কুল ১৩৩ রান করে।

দলের পক্ষে সুশ্মিতা বসাক ৪৫ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৪,দিয়া অধিকারী ২০ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১ রান করে।

দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৫২ রান। জবাবে খেলতে নেমে ১২৫ রান করতে সক্ষম হয় নন্দনগর স্কুল নির্ধারিত ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে।

দলের পক্ষে তৃষ্ণা ছেত্রী ৫৫ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৮ এবং অনামিকা রুদ্রপাল৩৪ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪ রান করে। আসাম রাইফেলস স্কুলের পক্ষে সুশ্মিতা বসাক (৩/২২) সফল বোলার।

ঘরোয়া টি-টোয়েন্টিতে হার্ভেকে হারিয়ে জয়ে ফিরলো বি.সি.সি

বি সি সি-১৬৪/৫ হার্ভে-১০১/৯

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।।দ্বিতীয় জয় পেলো বি সি সি। শনিবার ব্যাটে বলে দাপট দেখিয়ে হার্ভের বিরুদ্ধে জয় ছিনিয়ে নিলো দীপক ভাটনাগরের ছেলেরা। জয় পেলো ৬৩ রানে। এম বি বি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে বি সি সি ৫ উইকেট হারিয়ে ১৬৪ রান করে। দলকে বড় স্কোর গড়াতে মূখ্য ভূমিকা নেন রিযাজ উদ্দিন এবং সাগর শর্মা। দুজনই অর্ধশতরান করে দলকে এগিয়ে নিয়ে যান। সাগর ৪৩ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬০ (অপ:), রিয়াজ ৪০ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৬,আনন্দ ভৌমিক ২৪ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ এবং অরিজিৎ দেবনাথ ৮ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করেন। হার্ভের পক্ষে আকাশ কুমার সিং (৩/৩২) এবং তথাগত চক্রবর্তী (২/২৫) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে আনন্দ ভৌমিকের (৪/২৫) দুরন্ত বোলিংয়ে নির্ধারিত ওভারে মাত্র ১০১ রান করতে সক্ষম হয় হার্ভে। দলের পক্ষে অর্কজিৎ দাস ২৫ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬,বিজয় বিশ্বাস ২৭ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪ এবং আকাশ কুমার সিং ৬ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ রান করেন। বি সি সি-র পক্ষে আনন্দ ছাড়া কমল দাস (২/২২) সফল বোলার।

আন্তঃস্কুল ক্রিকেটে জয় অব্যাহত রেখে এগুচ্ছে প্রনবানন্দ বিদ্যামন্দির

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। জয়ের ধারা অব্যাহত রাখলো প্রনবানন্দ বিদ্যামন্দির। শনিবার প্রনবানন্দ স্কুল ৯ উইকেটে পরাজিত করে ভবনসত্রিপুরা বিদ্যামন্দিরকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত প্রথম বর্ষ অনূর্ধ-১৭ বালিকাদের আন্ত: স্কুল টি-২০ ক্রিকেট আসরে। ড: বি আর আম্বেদকর মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে প্রণভানন্দ স্কুলের বোলারদের আটোসাটো বোলিংয়ে নির্ধারিত ওভারে মাত্র ৮৮ রান করে ৫ উইকেট হারিয়ে ভবনসত্রিপুরা বিদ্যামন্দির। দল সর্বোচ্চ ৪৬ রান পায় অতিরিক্ত খাতে। এছাড়া দলের পক্ষে স্নিগ্ধা রায় ৫৩ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ এবং পূর্বা চৌধুরি ২৩ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করে। প্রণভানন্দ স্কুলের পক্ষে অভিজ্ঞা বর্ধন (২/১১) এবং অশ্মিতা রায় (২/১৩) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য সহজেই প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় প্রণভানন্দ স্কুল। অন্বেষা চক্রবর্তী এবং অভিজ্ঞা বর্ধন দুরন্ত খেলে দলকে জয় এনে দেয়। টানা ২ ম্যাচে জয় পেয়ে বিদ্যাসাগর স্কুলের সঙ্গে গ্রুপের শীর্ষে রয়েছে প্রণভানন্দ স্কুল।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

রক্তদানে মহিলাদের উপস্থিতি খুবই কম, উদ্বেগ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। রক্তদান শিবিরে মহিলাদের উপস্থিতি খুবই কম। কিন্তু, রক্তদানে মহিলাদেরও এগিয়ে আসতে হবে। আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবে স্পন্দন সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে উদ্বেগের সুরেই একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা:) মানিক সাহা।

তাঁর কথায়, রক্তের কোনো রাজনৈতিক দল, জাত পাত কিংবা রঙ হয়না। তার ধর্ম একটাই, তা হল মানব সেবা করা। মানব সেবা সঠিক ভাবে হলেই এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়া সম্ভব হবে বলে দাবি করেন তিনি।

এদিন তিনি কিছুটা উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, রক্তদান শিবিরে মহিলাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। তাই তিনি মহিলার রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, সরকারে কোন দল রয়েছে, সেটা বড় কথা নয়। সমাজ পরিবর্তনে যারা এগিয়ে আসবে তাঁদের সাথেই বিজেপি সরকার থাকবে। এই দিশা নিয়েই কাজ করছে ত্রিপুরা সরকার, দাবি করেন তিনি।

অসমের তেজপুরে সুখই-৩০ এমকেআই যুদ্ধ বিমানে আকাশে উড়লেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী

তেজপুর (অসম), ৮ এপ্রিল (হি.স.) : অসমের তেজপুরে শালিনিবাড়ি ভারতীয় বায়ুসেনার ঘাঁটি থেকে সুখই-৩০ এমকেআই যুদ্ধবিমানে জলপাই রঙের পোশাক পরে আকাশমার্গে উড়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। আজ শনিবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর তৃতীয় তথা শেষদিনের সফরকালে তেজপুর এয়ার ফোর্স স্টেশন থেকে সকাল ১১:০৭ মিনিটে অত্যাধুনিক সুখই-৩০ এমকেআই যুদ্ধবিমানে চড়েন। এর আগে তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষাও করেন তাঁর সফরসঙ্গী চিকিৎসকরা।

যুদ্ধ বিমানের ককপিটে তিন সেনা বাহিনীর প্রধান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে নিয়ে ১০৬ স্কোয়াড্রনের কমান্ডিং অফিসার গ্রুপ ক্যাপ্টেন নবীন কুমার বিমান উড়িয়েছিলেন। বিমানটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার উচ্চতায় এবং ঘণ্টায় প্রায় ৮০০ কিলোমিটার বেগে উড়েছিল। আকাশমার্গ থেকে হিমালয় ও ব্রহ্মপুত্র এবং তেজপুর উপত্যকার মনোরম দৃশ্য উপভোগ করেছে যুদ্ধবিমান। প্রায় ২৫ মিনিট পর ১১.৩৮ মিনিটে রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে রানওয়েতে অবতরণ করে সুখই-৩০ এমকেআই।

আজ সকালে বায়ুসেনার বিশেষ বিমানে তেজপুর বায়ু সেনা ঘাঁটিতে পৌঁছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এসেছেন অসমের রাজ্যপাল গুলাবচাঁদ কাটারিয়া, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, পরিষদীয় মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকাও। এখানে প্রথমে তাঁকে "গার্ড অব অনার" দেওয়া হয়।এর পর তাঁকে বায়ুসেনার পোশাকে সজ্জিত করে হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয় হ্যালমেট। সুখই-এর ককপিটে ওঠার আগে ফাইটার পাইলটদের সঙ্গে গ্রুপ ছবিও তুলেন রাষ্ট্রপতি। ককপিটে বসিয়ে পুরুষ ও মহিলা বায়ুসেনা আধিকারিকরা তাঁকে উড়ানের সময় গৃহীত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি শিখিয়ে দিয়েছেন। মহিলা ফাইটার তাঁর হাতে গ্লাভস ও সিটবেল্ট পরিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, দ্রৌপদী মুর্মুর আগে ভারতীয় বায়ুসেনার যুদ্ধবিমানের ককপিটে বসেছিলেন তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি প্রতিভা দেবীসিং পাটিল, ড. এপিজে আব্দুল কালাম এবং রামনাথ কোবিন্দ।

গত ৬ এপ্রিল তিন দিনের সফরসূচি নিয়ে অসমে এসেছিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। কাজিরাঙায় অনুষ্ঠিত গজ উৎসব, কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বতারোহণ দলের হাতে ব্যাটন প্রদান, গৌহাটি হাইকোর্টের প্ল্যাটিনাম জুবিলি উদযাপনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।

সেবা সপ্তাহ কর্মসূচি বামুটিয়া মণ্ডল যুব মোর্চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। বামুটিয়া মণ্ডল যুব মোর্চার উদ্যোগে সেবা সপ্তাহ কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয় বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবসকে কেন্দ্র করে। সেবা সপ্তাহের কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে বুধবার দুর্গাবাড়ি মেলার মাঠ এলাকায় দশমী ঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার উদ্যোগ নেন এবং দশমী ঘাট বট গাছের নিচে থাকা মূর্তি বিসর্জন করেন এবং পুরো মেলা প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করেন কারণ কিছু দিন বাদেই এই মাঠে অনুষ্ঠিত হবে ২ দিন ব্যাপী বৈশাখী মেলা।এবং আগামী দিনেও এই কর্মসূচি জারি থাকবে এবং বামুটিয়া মণ্ডল যুব মোর্চা সমাজের স্বার্থে বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মসূচি করবেন বলে জানান ৩ নং বামুটিয়া মণ্ডল যুব মোর্চার সভাপতি আদিত্য সুন্দর।

বিলোনিয়ায় ওরিয়েন্টাল ক্লাবের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৮ এপ্রিল।। বিলোনিয়ার বনেদি ক্লাবগুলোর মধ্যে ওরিয়েন্টাল ক্লাব অন্যতম। এই ওরিয়েন্টাল ক্লাবের উদ্যোগে এক রক্তদান শিবির ও সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে মন্ত্রী শ্রীযুক্ত শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া এবং রাজনগর কেন্দ্রের বিধায়িকা স্বপ্না মজুমদারকে

সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সেই সাথে বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপকেও সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে এই মহতী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন, উপজাতি ও সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী, শ্রীযুক্ত শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া মহাশয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে ওরিয়েন্টাল ক্লাবের প্রয়াত সদেস্যদের প্রতি, এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করার পর, মাননীয় মন্ত্রী প্রয়াত সদেস্যদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্গ নিবেদন এবং প্রদীপ প্রজ্বলন করেন। এ দিনের অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন, ওরিয়েন্টাল ক্লাবের নবনির্বাচিত সভাপতি, শ্রীবাস সেন, এছাড়া এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, পুরো পরিষদের ভাই চেয়ারপারসন শিখা দেবনাথ, দক্ষিণ জেলা পুলিশ সুপার কুলবন সিং, সমাজসেবী গৌতম সরকার সহ পুরো পরিষদের সদেস্য সদেস্যাগণ।

কৈলাসহরে বিজেপির দেওয়াল লিখন শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। সর্বভারতীয় জনতা পার্টির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সারাদেশের সাথে কৈলাসহরেও আগামী সাত দিন "সেবা সপ্তাহ" পালিত হবে। তারই অংগ হিসাবে কৈলাসহর পুর পরিসদের কালীপুর এলাকায় মন্ত্রী টিংকু রায় দেওয়াল লিখন শুরু করেন। দেওয়ালে দলের প্রতিক চিহ্ন পদ্ম ফুলের ছবি আঁকেন মন্ত্রী টিংকু রায়। দেওয়াল লিখনের সময় মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপি ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির অন্যতম সক্রিয় সদস্য বিমল কর, বিজেপি নেতা দুলাল দাশ, প্রশান্ত দে, কৈলাসহর পুর পরিসদের সদস্য সিদ্ধারথ রায়, প্রাক্তন কাউন্সিলর বাদল মালাকার সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্বরা। দেওয়াল লিখন শেষে মন্ত্রী টিংকু রায় সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান যে, দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সারাদেশের সাথে গোটা ত্রিপুরা রাজ্যেই গতকাল ছয় এপ্রিল দলের প্রতিস্টা দিবস পালিত হয়েছে। একই সাথে ছয় এপ্রিল থেকে আগামী চৌদ্দ এপ্রিল অব্দি সাতদিন ব্যাপী সারা দেশের সাথে ত্রিপুরা রাজ্যেও "সেবা সপ্তাহ" পালিত হবে। এই সাত দিন সেবা সপ্তাহ উপলক্ষে প্রতিটি বিধানসভা এলাকায় দলের কার্যকর্তারা স্বচ্ছ ভারত অভিযান, জলাশয় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা, দেওয়াল লিখন, জনসংযোগ অভিযান সহ নানান সামাজিক কর্মসূচী করবে। এরই অংগ হিসাবে কৈলাসহর মন্ডলের অধীনে পুর পরিসদের কালীপুর এলাকায় মন্ত্রী নিজে দেওয়াল লিখন করেন।

পুরো বেতন দিচ্ছে না কেজরিওয়াল সরকার : বিধুরি

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : দিল্লি বিধানসভায় বিরোধী দলের নেতা রামবীর সিং বিধুরি কেজরিওয়াল সরকারের বিরুদ্ধে শিক্ষকদের বেতন আটকানোর অভিযোগ করেছেন। শনিবার বিধুরি বলেন, শিক্ষা বিপ্লব এবং শিক্ষকদের স্বার্থের ডাক দেওয়া কেজরিওয়াল সরকার শিক্ষকদের শোষণ করছে। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২টি কলেজের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীরা, সমগ্র শিক্ষা কর্মসূচির অধীনে নিযুক্ত শিক্ষক এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষকরা তাদের বেতনের জন্য লড়াই করছেন। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে শিক্ষকদের সামগ্রিক শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য তহবিল দেওয়া হলেও দিল্লির সরকার তা দিচ্ছে না।

বিধুরি বলেন, দিল্লি সরকার শিক্ষকদের সমাজের মেরুদণ্ড বললেও তাদের সঙ্গে সৎ মায়ের আচরণ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, সর্বশেষ ঘটনাটি সামগ্রিক শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত। কেন্দ্রের এই প্রকল্পের অধীনে, শিক্ষকদের ৩৮,১০০ টাকা বেতন দেওয়া হয়। এর মধ্যে ২০,০০০ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দেয় এবং বাকি টাকা দিল্লি সরকারকে দিতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকার সারা বছরের বেতন দিল্লি সরকারকে একযোগে ছেড়ে দেয়, কিন্তু দিল্লি এই শিক্ষকদের বেতনের অংশ দিচ্ছে না। শিক্ষকরা বকেয়া বেতনের জন্য দিল্লির শিক্ষা অধিদফতরের কাছে গেলে তারা বেতন দিতে অস্বীকার করেন এবং এমনকি আদালতে যেতে বলেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ এবং বিজেপি সভাপতি নড্ডার সঙ্গে দেখা করলেন সিআর কেশবন

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল(হি.স.) : ভারতীয় জনতা পার্টিতে (বিজেপি) যোগদানের পর শনিবারই দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপি সভাপতি জেপি নড্ডার সাথে দেখা করলেন প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা তথা স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর-জেনারেল সি রাজাগোপালাচারী প্রপৌত্র সিআর কেশবন উল্লেখ্য, কেশবন সম্প্রতি কংগ্রেস দল থেকে পদত্যাগ করেছেন। এরপর আজ বিজেপিতে যোগ দেন তিনি। বিজেপি সদর দফতরে দলের সদস্যপদ নেওয়ার সময় তিনি বলেন, তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাজের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর জনগণকেন্দ্রিক নীতি, দুর্নীতিমুক্ত শাসন এবং সংস্কার-নেতৃত্বাধীন অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এজেন্ডা ভারতকে বিশ্বের ৫তম বৃহত্তম অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করেছে। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি কেশবন কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেন।

রাজনৈতিক লাভের জন্য আদানি ইস্যু তুলছেন রাহুল: রিজিজু

জম্মু, ৮ এপ্রিল(হি.স.) : কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে রাজনৈতিক ব্যর্থতার কারণে রাহুল গান্ধী বারবার আদানি ইস্যু তুলে শুধুমাত্র রাজনৈতিক ফায়দা নিতে চাইছেন বলে কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার মন্ত্রী কিরেন রিজিজু।শনিবার জম্মু বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে ডোগরি ভাষায় ভারতের সংবিধানের প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন রিজিজু। এই সময় রিজিজু কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগকে দুর্বল করার অভিযোগ তোলেন। তিনি বলেন, বিরোধী দল বিচার বিভাগকে আক্রমণ করে সংবিধান ছিন্ন করার চেষ্টা করলে আমরা চুপ থাকব না।তিনি আরও বলেন, তিনি হিন্ডেনবার্গ-আদানি মামলার বিষয়ে মন্তব্য করবেন না কারণ সুপ্রিম কোর্ট ইতিমধ্যে একটি কমিটি গঠন করেছে এবং এটি খতিয়ে দেখছে। তিনি বলেন, কংগ্রেস এবং তার নেতারা ইচ্ছাকৃতভাবে আদানি পর্বটিকে একটি ইস্যু তৈরি করছে। কংগ্রেস হতাশাগ্রস্ত এবং বিচার বিভাগকে আক্রমণ করছে, কিন্তু সরকার এ বিষয়ে চুপ করে থাকবে না।

নারায়ণগড়ে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ, জখম ২

পশ্চিম মেদিনীপুর, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : নারায়ণগড়ে বেআইনি বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয়েছে। আগুনে ঝলসে গুরুতর আহত হয় দুই ব্যক্তি। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা নারায়ণগড় থানার তিন নম্বর নারমা অঞ্চলের তুঁতরাঙ্গা গ্রামে।

কীভাবে এই বিস্ফোরণ ঘটল এখনও তার বিশদ জানা যায়নি। ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকাল আচমকাই ওই গ্রামের ভিতর বলাই মান্নার বাড়িতে বিকট আওয়াজ পান এলাকার মানুষজন। কান্নার আওয়াজ শুনে গ্রামবাসীরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। প্রতিবেশি বলাই মান্নার বাড়িতে গিয়ে দেখেন রক্তাক্ত অবস্থায় বলাই মান্না পড়ে। আহত ছেলে প্রহ্লাদ মান্নাও। তাদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এর আগেও এই এলাকায় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। তারপরেও কীভাবে ওই এলাকায় বেআইনি বাজি কারখানা চলছে তা নিয়ে কিন্তু ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

এইমসের ধাঁচে হাসপাতাল ও আমতলিতে নিউ ফার্মেসি ইনস্টিটিউট করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। আইএমএ যার পুরো নাম হলো ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন। এটি একটি সর্বভারতীয় সংস্থা যেখানে প্রায় ৪ লক্ষের উপরে সদস্য সংখ্যা।এটি ভারতবর্ষের একটি সর্ববৃহৎ ডাক্তারের সংস্থা। আইএমএ সর্বদা জনস্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয় নিয়ে কাজ করে থাকে এবং সরকারের সাথে মিলে বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কার্যকলাপ সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দিতে পারে সেই দিশাতে কাজ করছে।প্রত্যেক বছরের মত এ বছরও আই এম এ রাজ্য শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো পেশাদার মর্যাদার সাথে হোলিস্টিক হেলথ কেয়ার। এই সম্মেলননের নাম ট্রিমকন-২০২৩।শনিবার আই এম এ হাইসে ৫৩তম অল ত্রিপুরা মেডিকেল কনফারেন্সের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা। উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য শাখার সভাপতি ডক্টর দামোদর চ্যাটার্জী , সেক্রেটারি ডঃ অমর কান্তি চাকমা , জয়েন্ট সেক্রেটারি ডক্টর প্রিয়জ্যোতি চাকমা এবং ট্রিমকন-২০২৩ অর্গানাইজিং চেয়ারপারসন ডঃ অভিজিৎ দত্ত এবং অর্গানাইজিং সেক্রেটারি ডক্টর রাজীব দেবনাথ সহ অন্যান্য চিকিৎসকেরা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন কোভীড পরিস্থিতিতে ১২৪ জন চিকিৎসককে নিজুক্তি দেওয়া হয়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে বড় অক্সিজেন প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। ক্যাডার স্ট্রেন্থ ছিল ১৪৮০। তা বাড়িয়ে করা হয়েছে ২১৭০ করা হয়েছে। ডেন্টাল সার্ভিসে ক্যাডার স্ট্রেন্থ ছিল ৮১। তা বাড়িয়ে করা হয়েছে ১২৩ করা হয়েছে। রাজ্যে এইমস-র ধাঁচে হাসপাতাল করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমতলিতে নিউ ফার্মেসি ইনস্টিটিউট করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ৪ টি নতুন নার্সিং ইনস্টিটিউট করা হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অনেক সময়ই দেখা যায় চিকিৎসক বা চিকিৎসার কাজে নিযুক্ত কর্মীরা বিভিন্নভাবে আক্রান্ত হন। সেইক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ নিতে আসা মানুষের মনে রাখা প্রয়োজন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা আমাদের সমাজের লোক। ডাক্তাররা হলেন সমাজের প্রক'ত বন্ধ। তাই প্রত্যেককে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি আস্থাশীল ও সহনশীল হতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমান সরকার চিকিৎসকদের কল্যাণে আন্তরিক। এই সরকার ২০২২ সালে ত্রিপুরা হেলথ সার্ভিস রুলসের সংশোধন করেছে। এই রুলস অনুযায়ী মেডিক্যাল অফিসারদের স্পেশালিস্ট ক্যাডার এবং জেনারেল ডিউটি মেডিক্যাল অফিসার ক্যাডারে বিভক্ত করা হয়েছে। ত্রিপুরাতে মেডিক্যাল পড়য়াদের আসন সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। এছাড়াও রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতিতেও বর্তমান সরকার দ্রুতগতিতে কাজ করে চলছে। সুপার স্পেশালিটি ওপিডি চালু করা হয়েছে। কার্ডিও থেকে শুরু করে নিউরো সহ চিকিৎসা পরিষেবার সব ক্ষেত্রে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নতির দিকে এগোচ্ছে। রাজ্যের তিনটি স্থানে ট্রমা সেন্টার চালু করা হয়েছে। প্রাইমারি হেলথ সেন্টারগুলিকে ওয়েলনেস সেন্টারে উন্নীতকরণ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের একমাত্র সরকারি ডেন্টাল কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্যে উত্তর পূর্বা'লের মধ্যে বৃহত্তম অ'জেন প্ল্যান্ট চালু করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের সামগ্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আধুনিক ও গণমুখী করে তোলার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকার মানুষও যাতে রাজ্যের উন্নত চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ নিতে পারে সেই লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কর্মায' চালু রেখেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের চিকিৎসকরা চিকিৎসা ক্ষেত্রে অনেক বড় বড় সাফল্য অর্জন করছে। মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনের সার্বিক সফলতা কামনা করেন। মুখ্যমন্ত্রী ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের ত্রিপুরা রাজ্য শাখার ৫৩তম সম্মেলন উপলক্ষে একটি মরণিকাও প্রকাশ করেন। সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডা. রাজীব দেবনাথ। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ডা. দামোদর চ্যাটার্জি। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন ডা. অভিজিৎ দত্ত।

মূল্যবৃদ্ধির প্রসঙ্গ তুলে কেন্দ্রকে খোঁচা অভিষেকের

আলিপুরদুয়ার, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : নিত্যপ্রয়োজনীয় নানা সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির প্রসঙ্গ তুলে কেন্দ্রকে খোঁচা দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।শনিবার আলিপুরদুয়ারে দলের সভায় তিনি দেশের নিত্যপ্রয়োজনীয় সব সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির প্রসঙ্গ তুলে খোঁচা দিতে দেখা যায় অভিষেককে। ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ বলেন, "ওরা বলেছিল না আচ্ছে দিন আনেওয়ালে হ্যায়? সরষের তেলের দাম দু'শো টাকা। আপনি যদি বাজারে গিয়ে বলেন, জয় শ্রীরাম, সরষের তেলটা ফ্রিতে পান? বিজেপি জিন্দাবাদ বলে পান? খুব তো জয় শ্রীরামের নামে ভোট চেয়েছিল!"

এখনও দিনক্ষণ ঘোষণা হয়নি। কিন্তু পঞ্চায়েত ভোটের দামামা একরকম বেজেই গিয়েছে। এই অবস্থায় আলিপুরদুয়ারে এক জনসভায় বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করতে দেখা গেল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। একশো দিনের কাজ থেকে নানা ইস্যুতে কেন্দ্রকে কোণঠাসা করার পাশাপাশি বিজেপির বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক তাস খেলার অভিযোগেও সরব হলেন অভিষেক।

শনিবাসরীয় সভায় কেন্দ্র সরকার বকলমে বিজেপিকে তোপ দেগে তিনি বলেন, "এরা শুধুমাত্র তৃণমূলের শত্রু নয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শত্রু নয়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শত্রু নয়। এরা বাংলার শত্রু, আলিপুরদুয়ারের শত্রু, আপনার শত্রু, কৃষকের শত্রু, শ্রমিকের শত্রু, ছাত্রর শত্রু, যুবর শত্রু সবার শত্রু। গায়ের জোরে টাকা আটকে রেখেছে।"

পূর্বোত্তর ভারত পরিক্রমা, সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমাণ্ডের কার র‍্যালি আগরতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। আজাদি কা অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমাণ্ডের কার র‍্যালি আগরতলায় এসে পৌঁছেছে। ইস্টার্ন কমাণ্ডের ৫০ জন জওয়ানদের এই কার র‍্যালিটি গতকাল বিকেলে আগরতলায় এসে পৌঁছায়। এই কার র‍্যালির অন্যতম সদস্য হিসেবে রয়েছেন দেশের সর্বকনিষ্ঠ পরমবীর চক্র পুরস্কারপ্রাপ্ত অনারারি ক্যাপ্টেন যোগেন্দর সিং যাদব। র‍্যালির নেত'ত্বে রয়েছেন শৌর্যচক্র পুরস্কারপ্রাপ্ত বিগেডিয়ার কে এম সিন্ধে ও কর্ণেল এস কে মিশ্র।

আজ সকালে আগরতলার লিচুবাগানস্থিত অ্যালবার্ট এক্কা ওয়ার মেমোরিয়ালে এই উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকালে অ্যালবার্ট এক্কা শহীদ বেদীতে কার র‍্যালির জওয়ানদের পক্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন দেশের সর্বকনিষ্ঠ পরমবীর চক্র পুরস্কারপ্রাপ্ত অনারারি ক্যাপ্টেন যোগেন্দর সিং যাদব। অনুষ্ঠানে রাজ্য সরকারের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা তপন কুমার দাস। শহীদ বেদীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণের পর ইস্টার্ন কমাণ্ডের পক্ষে জানানো হয় গত ১৮ দিনে পশ্চিমবঙ্গ সহ উত্তর পূর্বের ৬টি রাজ্য পরিক্রমা করে গতকাল বিকেলে তারা ত্রিপুরায় এসেছেন। গত ২২ মার্চ পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম থেকে এই কার র‍্যালির উদ্বোধন হয়। এরপর দীর্ঘ যাত্রাপথে এই কার র‍্যালিটি সিকিম, আসাম, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, মিজোরাম হয়ে ত্রিপুরার আগরতলায় এসেছে। আগামীকাল এই কার র‍্যালিটি মেঘালয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হবে। মেঘালয়ের উরমাইতে গিয়ে এই কার র‍্যালির যাত্রা সমাপ্ত হবে।

অনুষ্ঠানে ইস্টার্ন কমাণ্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয় এই কার র‍্যালির অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে উত্তর পূর্বের একতাকে সুদৃঢ় করা। তাছাড়াও পূর্বোত্তরের সেনাবাহিনীর শহীদ পরিবারের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করা, প্রবীণ নাগরিকদের সাথে মতবিনিময় করা ও প্রবীণ সেনাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এই র‍্যালির অন্যতম উদ্দেশ্য। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে তারা এখন পর্যন্ত ১৫টি বিদ্যালয়ের ৪ হাজারের উপর ছাত্রছাত্রী ও এনসিসি ক্যাডেটদের সাথে মতবিনিময় করে দেশের অখণ্ডতা রক্ষা, পূর্বোত্তরে একতাকে সুদৃঢ় করার কথা বলেছেন। এই সময়ে তারা প্রবীণ সেনা ও শহীদ সেনার পরিবারদের সাথেও মিলিত হয়েছেন। প্রবীণ নাগরিক ও প্রবীণ সেনাদের হাতে বিভিন্ন সহায়ক সামগ্রী যেমন ওয়াকিং স্টিক, ওষুধ, হুইল চেয়ার তুলে দিয়েছেন।

আজ সকালে অ্যালবার্ট এক্কা ওয়ার মেমোরিয়ালে শ্রদ্ধা'লি অনুষ্ঠানে কার র‍্যালির সদস্যরা রাজ্যের শহীদ সেনা ও প্রবীণ সেনাদের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা এবং সম্মাননা প্রদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে ইস্টার্ন কমাণ্ডের পক্ষ থেকে রাজ্যের শহীদ সেনা পরিবারের ১০ জন বীর নারীকে শ্রদ্ধা ও সম্মাননা 'াপন করেন। তাছাড়া ৭১-এর যুদ্ধের ৪

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।